পরিব্রাজক-সূক্তমালা।

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,
বেদান্তবাচস্পতি
বিরচিত।

যশোহর
হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮৩৪
ইং ১৯১৩।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

পরিব্রাজক-সূক্তমালার চারিটী অধ্যায় অর্থাৎ অশন-সূক্ত, জনন-সূক্ত, দান-সূক্ত, সুখ-সূক্ত—পূর্ব্বেই হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অশন-সূক্তে খাদ্যাখাদ্যের বিষয় বিবৃত হইয়াছে; দেশভেদে, বয়োভেদে, কার্য্যভেদে, আশ্রমভেদে, শরীর-গুণভেদে যে মানবের আহার্য্য দ্রব্য বিভিন্ন হওয়া উচিত, এই সূক্তে তাহাই বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিরামিষ ও আমিষ আহারের বিচারও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় জনন-সূক্তে জননের প্রয়োজনীয়তা ও কাহাদের দার-পরিগ্রহ উচিত এবং কাহাদেরই বা দার-পরিগ্রহ উচিত নয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায় দান-সূক্তে দানের পাত্রাপাত্র নির্ণয় করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় সুখ-সূক্তে কি কি উপায়ে মানব, সুখলাভ করিতে পারে, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

শাস্ত্র ও যুক্তির সামঞ্জস্য করিয়া এই সমুদয় সূক্ত রচিত হইয়াছে। প্রাচীন সূত্র-গ্রন্থের আদর্শে সূক্তগুলি বিরচিত হইয়াছে। যাঁহার সাহায্যে এই সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল, এবং যিনি এই পরিব্রাজক-সূক্তমালা-প্রণয়নে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নাম অজ্ঞাত রাখিতে চাহেন বলিয়াই তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

"আমিত্বের প্রসার" গ্রন্থ যে উপদেশের ফলস্বরূপ, পরি-ব্রাজক-সূক্তমালাও তাহারই ফল, এজন্যই এই সূক্তমালার নাম "পরিব্রাজক-সূক্তমালা" দেওয়া হইয়াছে।

পরিব্রাজক-সূক্তমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। সনাতনধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সামাজিক আচার-ব্যবহারের কালোচিত পরিবর্ত্তন ঋষিদিগের অনুমোদিত; তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুসমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেই কৃতার্থ হইব। সময় অভাবে অন্যান্য খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। অবকাশ পাই-লেই উহা প্রকাশের জন্য প্রয়াস পাইব। ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

শ্রীযদুনাথ।

যশোহর।

পরিব্রাজক-সূক্তমালা

অশন-সূক্তম্।

শিষ্য। किमान्नम्?

অর্থ—হে গুরো! খাদ্য কি?

গুরু—

तदेवान्नं यद् देहमनसोः सुपथ्यम्। १

অর্থ—হে শিষ্য! যাহা দেহ এবং মনের হিতকর, অর্থাৎ যদ্দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ এবং নীরোগ হয়, যাহাতে শৌর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি আন্তরিক সদ্গুণ ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ আহার্য্যই গ্রহণ করা উচিত; তাহাই একমাত্র হিতকর খাদ্য।

ব্যাখ্যা—মহাজনগণ বলিয়াছেন—

ওজস্করং শরীরস্য চেতসঃ পরিতোষদং।
ধর্ম্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
শরীরং চীয়তে যেন, ক্ষীয়তে রোগসন্ততিঃ।
সন্মতির্জ্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
ইহামুত্র-সুখং যস্মাৎ তদেবাশ্যম্ প্রযত্নতঃ।
আয়ুষ্কামেন হাতব্যং তদন্যদ্ গরলং যথা॥

যাহা শরীরে বলপ্রদ, চিত্তের পরিতোষবিধায়ক এবং ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

যাহাতে দেহ পুষ্টিলাভ করে, রোগরাশি দূরীভূত হয় এবং সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্বুদ্ধি উপচিত হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

যাহাতে ইহজীবনে এবং পরজীবনে সুখ লাভ হয়, তাহাই যত্ন সহকারে ভোজন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত লোকদ্বয়ের অসুখকর অন্যান্য যাবদীয় খাদ্যই আয়ুষ্কাম ব্যক্তি, হলাহলের ন্যায় পরিবর্জ্জন করিবেন।

সাধারণতঃ শরীর-রক্ষার জন্যই আহার; সেই আহারে যদি শরীরের কোন হিতসাধনই না হইল, তবে আর তাহার প্রয়োজন কি? এই সংসার-রঙ্গভূমিতে কত প্রকার অভি-নেতা নিরন্তর নানাবিধ অভিনয় করিতেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহাদের দেহ অনাময়, চিত্ত সুপ্রসন্ন এবং জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি ঐশী প্রভায় প্রতিভাত, তাঁহাদের অভিনয়ই সমধিক চমৎকার-জনক! তাঁহাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞান-প্রভাবেই অভিনয়স্থল আলোকিত হয়। তাই শিষ্যকে কর্ত্তব্য-উপদেশচ্ছলে বলিতে-ছেন যে, যাহাতে শরীর বলিষ্ঠ, এবং সর্ব্বসুখহারী রোগরাশি তিরোহিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য। যাহাতে মানসিক প্রসাদ পরিবর্দ্ধিত হয়, বীরত্ব-ধীরত্ব দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানব-জীবনের আদর্শ-গুণনিচয় উপচিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য—তাহাই সুপথ্য।

परिहार्य्यमेतद्विरुद्धम्। २

অর্থ—এই সমুদায় খাদ্যের বিরুদ্ধ—অর্থাৎ যাহাতে শরীর, মন বা ধর্ম্ম সমুন্নত না হইয়া, ক্রমশঃ শীর্ণ—সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, তাদৃশ খাদ্য ত্যাগ করা উচিত।

ব্যাখ্যা—আহারের সহিত শরীরের, মনের, এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি সুসংহত। আহার্য্যগুণ-ভেদেই জাতিভেদ—ধর্ম্মভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মহীন জীবন ও স্বাস্থ্যহীন দেহ অনন্ত দুঃখের আকর। অতএব যে সমুদয় খাদ্য, ধর্ম্মের মনের বা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারে না, প্রত্যুত অজ্ঞাতসারে অবনতিই ঘটাইয়া থাকে, তাদৃশ ধর্ম্মহারক স্বাস্থ্য-ঘাতক খাদ্য কদাচ গ্রহণীয় নহে।

देशभेदाद् व्यतिक्रमः। ३

অর্থ—দেশভেদে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, যাহা শরীরের, মনের বা ধর্ম্মের উন্নতি-সাধক, তাহাই সুখাদ্য; কিন্তু দেশ-ভেদে ইহার তারতম্য বুঝিতে হইবে। একদেশে যে দ্রব্য ভোজন করিলে শরীর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয়, আবার হয়ত অন্যদেশে তাহা গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির ক্ষয়, দেহের নাশ, এবং মনের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইতে পারে। অতএব প্রথমতঃ স্থানের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ খাদ্যাদির বিষয় স্থির করা উচিত। শীত-প্রধান দেশে যাহা জীবনরক্ষক পুষ্টি-সাধক খাদ্য, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে তাহা বহু রোগের আকর, বহু হানিজনক। জলবায়ু-ভেদে আহার্য্য-ভেদের বৈচিত্র্য প্রায়শঃই পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্যই শীত-প্রধান-দেশের উষ্ণ খাদ্য পলাণ্ডু প্রভৃতি গ্রীষ্ম-প্রধান অস্মদ্দেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার যাবতীয়

খাদ্যাদির বিষয়েই একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব, আমাদের দেশে খাদ্যাদির সম্বন্ধে যে সমুদয় নিষেধ বা বিধান পরিলক্ষিত হয়, ঐ সকল বিধি-নিষেধের অভ্যন্তরে শারীরবিজ্ঞানের অতি গুহ্যতম কারণ (যাহা শরীর-রক্ষার নিতান্ত উপযোগী) নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, বহুল-দেশাভিজ্ঞতা ও প্রভূত ভূয়োদর্শিতা-বলে আমাদের আহার্য্য সম্বন্ধে যে সমুদয় নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা স্থূলদৃষ্টিতে তাহার প্রকৃত রহস্যের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সেই সকল কল্যাণকরী রীতি-নীতির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়া পণ্ডিতম্মন্যতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করি।

বয়োভিরাহারঃ। ৪

অর্থ—বয়ঃক্রম-ভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—বালকের যাহাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, যুবকের পক্ষে তাহা অকিঞ্চিৎকর লঘুতম খাদ্য; আবার যুবক যাহা ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে সমর্থ, স্থবিরের পক্ষে তাহা অতীব গুরুভোজ্য, অত্যন্ত দুস্পাচ্য, অতএব অখাদ্য। সুতরাং বয়ঃ-ক্রমের পরিণতি বা অপরিণতির সহিত আহারের মাত্রা ও আহারীয় বস্তুর প্রভেদ এবং লঘু-কাঠিন্য সুদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ স্ব স্ব পরিপাকশক্তি অনুসারেই আহার করা উচিত, ইহাই এই সূত্রের মুখ্য অর্থ।

বিধেয় মহাত্মে। ৫

অর্থ—বিধেয়—,অর্থাৎ কার্য্য-ভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে। যিনি যে কার্য্য করেন, যাঁহার যাহা ব্যবসায়, তাঁহার পক্ষে তদনুকূল আহারই বিধেয় এবং তদিতর বর্জ্জনীয়। যাঁহাদের যুদ্ধাদি করিতে হয়, বীরত্ব, উৎসাহশীলতা, বলবত্তা প্রভৃতি রাজসিকগুণের বর্দ্ধক মাংসাদি তাঁহাদের আহার্য্য। অন্যথা রজোগুণের নিত্যধর্ম্ম তাঁহাদিগের প্রতি সংক্রমিত হইবে কি প্রকারে? আবার যাঁহার কুসুম-কোমল পরহিতরত অন্তঃকরণ সংসারের জটিল চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর পরাৎপরের চরণ-চিন্তনে অভিনিবিষ্ট, যাঁহার পরদুঃখ-কাতর হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে দয়া-মমতার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া স্বর্গ-সুখ উপলব্ধি করিতে তৎপর, যাঁহার মানস 'প্রশান্ত জলধির' ন্যায় স্থির-গম্ভীর; বাসন্তী সন্ধ্যার ন্যায় বিবিধ সদ্বৃত্তি-সৌরভে আমোদিত এবং রাকা-রজনীর ন্যায় নির্ম্মল ঐশী কৌমুদী-প্রভায় আলোকিত, তাদৃশ পূর্ণসত্ত্বগুণাশ্রয়ী মহাত্মার আদর্শাভিমুখী যাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণাত্মক মাংসাদি সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যিনি রজো-ধর্ম্মী বীর, তাঁহার বীরত্ব এবং বৈরনির্যাতন-প্রবৃত্তির উদ্রেক বিধানের নিমিত্ত যেমন মাংসাদি রজোগুণ-বর্দ্ধক খাদ্য বিধেয়, তদ্রূপ যিনি শাস্ত্রানুশীলনতৎপর, সাত্ত্বিকাচারী, তাঁহার পক্ষেও বুদ্ধির সমতা, হৃদয়ের নিরীহতা ও প্রবৃত্তির কোমলতা সাধনের জন্য তাদৃশ রাজসিক আহার সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, প্রত্যুত

সাত্ত্বিক আহারই সম্যক্ প্রয়োজনীয় ও প্রীতি-প্রদ। যিনি যেরূপ কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহার তাদৃশ কার্য্যোপযোগী ভোজনই কর্ত্তব্য; নতুবা সত্ত্বগুণানুকূল আহার গ্রহণ পূর্ব্বক রজোগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া বা রজোগুণানুকূল আহার গ্রহণ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই সমরপ্রিয় নৃপতিগণের পক্ষে মৃগমাংসাদি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, শান্তিপ্রিয় নিরীহ বেদাদি-অধ্যয়নশীল ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা সেইরূপ বর্জ্জনীয় হইয়াছে। ফলতঃ খাদ্যানুসারে হৃদয়-বৃত্তি সংগঠিত হয়, এবং হৃদয়-বৃত্তি অনুসারেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধনে পটুতা জন্মে। অতএব কর্ম্ম-জীবন মানবের কর্ত্তব্যকর্ম্মের সহিত আহারের সম্বন্ধ যে অতি প্রত্যক্ষভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আশ্রম-ভেদাচ্চ। ৫

অর্থ—আশ্রমভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু, এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রমানুসারে আহারেরও ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে; কাজেই ব্রহ্মচারীর যে আহার যেরূপ বিধেয়, গৃহীর তাহা সেরূপ নহে। আবার গৃহীর যাহা গ্রহীতব্য, বনীর তাহা পরিত্যাজ্য। এই প্রকারে একাশ্রমে যে খাদ্য হিতকর এবং অনাময়, আশ্রমান্তরে কার্য্যভেদহেতুক, সেই খাদ্যই তাদৃশ অশুভজনক এবং রোগমূলক। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল সাত্ত্বিক আহার ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আহারই

সুপরিগ্রাহ্য নহে ; কিন্তু গৃহীর পক্ষে সাত্বিক আহার ও রাজসিক আহার, এই উভয়েরই যথাধিকার প্রয়োজন। যাঁহার যে আশ্রমে আশ্রয়, তাঁহার পক্ষে তত্তদাশ্রমানুকূল আহারই বিধিসঙ্গত এবং অনুদ্বেগকর।

शारीरगुणभेदाच्च। ৩

অর্থ—শারীরিক গুণভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—যাঁহার শরীরে যে গুণের আধিক্য, তাঁহার তদ্‌-গুণানুকূল আহারেই প্রিয়তা। সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই গুণত্রয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সাধনাধিকার অনুসারে আহার্য্য নিরূপণ করা উচিত। ঐ ত্রিবিধ গুণের অনুপাতানুসারে আহারেরও ত্রৈবিধ্য-বিধান আবশ্যক। যাঁহার শরীরে সত্ত্বগুণ প্রবল, তাঁহার পক্ষে সাত্বিক আহারই গ্রাহ্য, সেই প্রকার যাঁহার দেহে রজোগুণ বা তমোগুণ প্রবল ও যিনি তদনুযায়ী কর্ত্তব্যাধিকারী, তাঁহার পক্ষে রাজধিক বা তামসিক আহারই গ্রাহ্য। নতুবা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী রাজসিক আহার বা রজোগুণাশ্রয়ী তামসিক আহার গ্রহণ করিলে, অচিরেই তাঁহাদিগকে আহারের অধিকার-বিরুদ্ধতা দোষে দূষিত হইয়া অশেষবিধ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। রজোগুণ বা তমোগুণের অত্যধিক প্রাবল্য স্থলে সাত্বিক আহার ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে, ক্রমশঃ ঐ রজোভাব বা তমোভাব ক্ষীণ হইয়া সত্ত্বভাবের উদয় হয়, এবং সত্ত্বভাবের উদ্রেক হওয়ায়, শরীর-মন পবিত্র হইয়া দীর্ঘজীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় এবং সত্ত্বগুণের

পূর্ণতায় ক্রমে নিস্ত্রৈগুণ্যতা লাভ হইয়া, চিরশান্তি বা মুক্তি করগত-প্রায়া হইয়া উঠে। কিন্তু রজোগুণাধিকের বা তমোগুণাধিকের অনিয়মিতরূপ স্বগুণ-বিরুদ্ধ আহার গ্রহণে অশান্তি ভোগই করিতে হয় মাত্র। ক্ষেত্রানুসারে বীজ বপন করিলে যেমন সুফল-লাভের সম্ভাবনা অধিক, সেইপ্রকার শারীরিক গুণানুসারে আহার্য্য গ্রহণ করিলেই সুখ-লাভ-সম্ভাবনা; অন্যথাচরণে সুখের বিনিময়ে দুঃখেরই উপচয় হয় মাত্র। সেই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য গুণভেদে আহারের ভেদ বিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গীতায়ও আহার্য্য-নিরূপণ-প্রস্তাবে ভগবান্ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক আহারের যোগ-বিভাগ করিয়াছেন। যাহার যাদৃশ আহার্য্যের প্রতি স্বগুণানুসারিণী অভিরুচি, তাহার পক্ষে তাদৃশ আহার-বিধানই স্বাভাবিক। গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্লোকে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে, যথা—

"আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥"

অর্থ—আয়ু, সাত্ত্বিক ভাব, শক্তিমত্তা, রোগশূন্যতা, চিত্ত-প্রসাদ এবং রুচির বর্দ্ধক, রসযুক্ত ও স্নিগ্ধভাবাপন্ন চিত্ত-পরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

"কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥" (গীতা)

অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অতিশয় লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় রুক্ষ, এবং অতিশয় বিদাহী,—(অর্থাৎ জ্বালাপ্রদ, যথা সর্ষপাদি) এই সকল দুঃখ, মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

(গীতা)

শৈত্যাবস্থাপন্ন, রসহীন, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনপক্ক ও অপরের ভুক্তাবশিষ্ট অখাদ্য আহারই তামসগণের প্রিয়।

শিষ্য। **নিরামিষামিষয়োঃ কিম্ পথ্যম্?**

অর্থ—নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যের ভিতর হিতকর খাদ্য কি?

গুরু। **সর্বংহি গৃহিণঃ পথ্যম্। ২**

ব্যাখ্যা—গৃহস্থাশ্রমে নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যই বিহিত। কার্য্যভেদে আহার্য্যেরও বিভেদ-বিধান সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, একথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুশাসনেই কথিত হইয়াছে; অতএব সেই স্বকার্য্যোপযোগী আহার্য্য-নির্দ্দেশের সময়ে মন্বাদি-শাস্ত্রীয় যুক্তির অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নতুবা অনুশাসনের লক্ষ্য অর্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই, কেবল মাত্র অনুশাসনটির আবৃত্তি এবং তাহাকে স্ব-ইচ্ছানুসারে বিকৃতার্থে পরিণত করিয়া, স্বকীয় উৎপথগামিনী প্রবৃত্তির অনুকূলতা প্রদর্শন করিতে যাওয়া মূর্খের কার্য্য।

সূত্রে আছে, গৃহীর পক্ষে আমিষ-নিরামিষ উভয়ই অশনীয় হইতে পারে; অতএব গৃহী আমি, যথেচ্ছভাবে আমিষ ভক্ষণ করিতে পারি, তাহাতে আর বিচারের আবশ্যকতা নাই, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া দেখা উচিত যে, ঐ গ্রহীতব্য আমিষের—কোন প্রকার যোগ-বিভাগ আছে কি না; ঐ আমিষ ভক্ষণ করিলে, আমাকে শাস্ত্র-গর্হিত অবৈধ হিংসার পক্ষপাতিতা নিবন্ধন কোন প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে কি না, ঐ আমিষ বিধিবিহিত আমিষ-খাদ্যের অন্যতম কি না। এইরূপে অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইব যে, অনুশাসনে কথিত আমিষ শাস্ত্রসঙ্গত বৈধ আমিষের বহির্ভূত নহে। বৈধ-হিংসায় কোন দোষ নাই, অতএব বিধিপূর্ব্বক ঐ আমিষ গৃহীত হইলে, কোনপ্রকার দোষের আশঙ্কা থাকে না। আর্য্যদিগের আহার, বিহার, গমন, ভ্রমণ, ইত্যাদি সমস্তেরই মূলে নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল, তাই তাঁহারা ধর্ম্মোদ্দেশে বিহিত যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত মাংসাদি আমিষ-গ্রহণ ব্যতীত কদাপি অযজ্ঞীয় হিংসা করিয়া নিরয়ভাগী হইতেন না। বেদ-বিহিত হিংসাই বৈধ-হিংসা, এই হিংসায় জিঘাংসা-দোষজনিত দুরিতোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই; অতএব সূক্ত-নির্দ্দিষ্ট আমিষগ্রহণ সময়ে, যাহাতে বেদ-বিধির অনুশাসন অক্ষুন্ন থাকে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য। বেদ-বিগর্হিত হিংসায় প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্রবন্ধন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যিনি প্রবৃত্তিপরিচর্য্যার জন্য হিংসা করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহাকে

পরিণামে অনন্ত নরক ভোগ করিতে এবং ইহজীবনে আত্ম-কৃত দুষ্কার্য্যের জন্য নানাদুর্ভোগে অনুতাপরূপ আশীবিষ-দংশনে জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। মনু বলিয়াছেন—

"যা বেদ-বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্বভৌ॥"

(৫। ৪৪)

এই চরাচরে বেদবিহিত যে হিংসা, তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবে, কেননা বেদ হইতেই ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে।

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥"

যে ব্যক্তি অহিংসকপ্রাণীদিগকে আত্মসুখের ইচ্ছায় হনন করে, সে জীবন্মৃত, সে কোন অবস্থায় কখনও সুখ পায় না।

অতএব আমিষ-গ্রহণ সময়ে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া, শাস্ত্রের মর্য্যাদা উলঙ্ঘন না করিয়া, হিংসা করিলে, ঐ বৈধ-হিংসায় কোন প্রকার দোষ জন্মে না। অশাস্ত্রীয় হিংসাই হিংসাজনিত দোষের আকর; সুতরাং গৃহীদিগের আমিষ-গ্রহণ কালে আমিষের বৈধাবৈধতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে, তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না।

অস্মাহরুচিরং ত্যাজ্যম্। ২

অর্থ—অরুচিকর—অর্থাৎ অপ্রীতিকর খাদ্য যত্ন সহকারে ত্যাগ করিবে।

ব্যাখ্যা—যাহা অরুচিকর, অর্থাৎ নিজের বা সমাজের অপ্রীতিকর খাদ্য, তাহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। রসযুক্ত, স্নেহময়, সারবান্, প্রিয়দর্শন আহার্য্যই রুচিপ্রদ—অতএব গ্রহণীয়; এবং রসহীন, রুক্ষ, অসার ও কদাকার খাদ্যই অপ্রীতিকর, সুতরাং পরিহর্ত্তব্য। যাহা দেখিতে কুৎসিত, যাহা পূতিগন্ধময় বা পর্য্যুষিত (বাশী), যাহার দর্শনে অশনলিপ্সার পরিবর্ত্তে আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। যে খাদ্য কোন বিকৃতভাবাপন্ন তামসাত্মার প্রীতিপদ হইলেও সমাজের অপ্রীতিকর ও অশান্তিজনক, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। কোন খাদ্য ব্যক্তি-বিশেষের অরুচিকর না হইলেও, যদি তাহা সমাজের প্রীতিপ্রদ না হয়, তবে ঐ খাদ্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সমাজ যাহার গ্রহণে প্রসন্ন চিত্তে অনুমোদন করিতে অসমর্থ, তাদৃশ নিন্দনীয় খাদ্য কদাচ স্পৃহনীয় নহে।

কতিপয় মানব-সমষ্টি লইয়াই সমাজ। প্রত্যেক মানবের উন্নতি বা অবনতির সহিত সমাজের উন্নতি বা অবনতির সূত্র দৃঢ়সংবদ্ধ। আবার মানবের মানসিক বা দৈহিক উন্নতি-অবনতির নিদান আহার। আহার-গুণেই ব্যাধ-বংশসম্ভূতের অন্তঃকরণ দেবভাবে এবং আহার-দোষেই দেববংশীয়ের হৃদয় ব্যাধভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সহিত মানবের যেমন সম্বন্ধ, সেই প্রকার মানবের সহিত আহারের সম্বন্ধও অনুস্যূত রহিয়াছে; সুতরাং আহারের উপর

সমাজের উন্নতি এবং অবনতির ভিত্তি যে পরোক্ষভাবে অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত, একথা বোধ হয় আর প্রমাণান্তর দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। কাজেকাজেই যে আহার দেহের উদ্বেজক, যে আহারে প্রাণ পরিতৃপ্তি লাভ করে না, যে আহারে শরীরের উপচয় না হইয়া বরং ক্ষয়ই হইয়া থাকে, তাদৃশ আহারই—শুধু নিজের নয়, সমাজেরও ক্ষতিজনক ও অপ্রীতিকর বুঝিতে হইবে। তাই প্রাচীন ঋষিগণ, পুরাতন শাস্ত্রপ্রণেতাগণ, যাহা আত্মার অতৃপ্তিকর ও ক্ষতিজনক, তাদৃশ খাদ্যকেই "সমাজ-দ্রোহী খাদ্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব সমাজের মঙ্গল-বিধানে সমুৎসুক মহামনাদিগের প্রথমতঃ আহার বিষয়ে একটু নিবিষ্টদৃষ্টি হওয়াই যেন সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; নতুবা আহার বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, অপর সহস্র বিষয়ে সমাজ-সংস্কার পক্ষে অভিনিবেশ প্রদান, ছিন্নমূল তরুর শিরোদেশে জলসেচনের অনুকরণ মাত্র!

নষা পূর্ব্বৈর্বিগর্হিতম্। ২

অর্থ—পূর্ব্বপুরুষগণ কর্তৃক বিগর্হিত খাদ্য পরিত্যাজ্য।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বপুরুষগণ যে খাদ্য বিগর্হিত বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তাহাও যত্ন সহকারে পরিতাগ করা উচিত। বহু দিন হইতে যে দেশে যে খাদ্যের বহুলপ্রচার হইয়া আসিতেছে, সেই খাদ্যের উপাদানের সহিত তদ্দেশবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক যাবতীয় সম্বন্ধ অতি অচ্ছেদ্যভাবে সংহত রহিয়াছে। অকস্মাৎ কোন প্রকার নূতন খাদ্য পরিগৃহীত

হইলে, সেই চিরনিবদ্ধ সুসংযত সম্বন্ধসূত্র বিস্রস্ত হইয়া শরীর-যন্ত্রে বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে। অতএব বংশ-পরম্পরায় পরিগৃহীত আহার্য্যের পরিবর্ত্তন যেমন দূষণীয়, বংশ-পরম্পরায় বিবর্জ্জিত খাদ্যের গ্রহণও তেমনই উদ্বেগজনক। আয়ুষ্কাম সুখাভিলিপ্সুর পক্ষে তাদৃশ চিরবর্জ্জিত খাদ্যের গ্রহণ বা চির-গৃহীত খাদ্যের বর্জ্জন নিতান্ত অনভিপ্রেত। শাস্ত্রান্তরেও আছে—

"পূর্ব্বৈর্বিগর্হিতং খাদ্যং যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"।

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চির-গৃহীত খাদ্যাদির পরিবর্ত্তনে প্রায়শই আধি-ব্যাধি সংঘটিত হইয়া থাকে।

ন ত্যজ্যম্ মূঢ়তো যস্মাত্। ৪

অর্থ—যে সমুদয় খাদ্য পূর্ব্বে ছিল না, হয়ত দেশান্তরে জন্মিত, এখন ক্রমশঃ এদেশে প্রচলিত হইতেছে, তাদৃশ নূতন খাদ্য যদি প্রীতিকর, হিতপ্রদ অশাস্ত্রগর্হিত বিবেচিত হয়, তবে মোহপ্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করা অনুচিত।

ব্যাখ্যা—অধুনা এমন অনেক সুখাদ্য দেশান্তর হইতে অস্মদ্দেশে আনীত হইতেছে যে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার নামও কেহ অবগত ছিল না। তাদৃশ নবাবিষ্কৃত খাদ্য যদি পরীক্ষাদির দ্বারা শরীরের এবং মনের উপকারক বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে সমাজে তাহার প্রচলন হওয়াই বাঞ্ছনীয়; নতুবা "পূর্ব্বে ইহা ছিল না, অতএব উপকারক হইলেও ইহা গ্রহণীয় নহে" এতাদৃশ মোহান্ধ-সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত সুপথ্য সুখকর খাদ্যের বর্জ্জন কদাচ বিধেয় নহে।

ক্রম-পরিবর্ত্তন সংসারের চিরন্তন নিয়ম। জগতের যাবতীয় বিষয়েই এই পরিবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে; অতএব খাদ্যাদি বিষয়েও যে তাহা হইবে না, ইহা কে বলিল? তবে সেই পরিবর্ত্তন সময়ে বিশেষরূপে দোষ-গুণ বিচার পূর্ব্বক হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, নবনির্দ্দিষ্ট খাদ্যের গ্রহণে মতান্তর কি? পূর্ব্বে যাহা ছিল না, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতেও কোন প্রকার বিধি-নিষেধ পরিকল্পিত হয় নাই; যদি থাকিত, তবে হয়ত পৌরাণিক গ্রন্থাদিতেও তাহার বিষয়ে কোন না কোন প্রকার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইত; কিন্তু যখন ইহার কিছুই নাই, তখন নূতন হিতকর খাদ্যের গ্রহণ বা বর্জ্জনে তোমার আমার কতদূর অধিকার, তাহাই পূর্ব্বে দেখা উচিত। কোন অভিনব খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, ইহা সাধারণতঃ কায়িক-মানসিক উপকারক কি অপকারক; যদি উপকারক হয়, তবে তখন নির্ণয় করা উচিত যে, ইহা শাস্ত্র-বিহিত খাদ্যাদির মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। যদি যতদূর সম্ভব, অনুসন্ধান করিয়াও তাহার অনুকূল বৈ প্রতিকূল কোন প্রকার অবস্থা পরিদৃষ্ট না হয়, তবে তাহার গ্রহণে আর মতদ্বৈধ কি? অভিনব খাদ্যের সদৃশ কোন পুরাতন খাদ্যাদির সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিধান আছে, ঐ নূতন খাদ্যের সম্বন্ধেও যথাসম্ভব, ঐ শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করা উচিত, এবং সেই ঔচিত্যের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহাতে সেই উপকারক খাদ্য সমাজে প্রচলিত

হয়, তৎপক্ষেও বিশেষ যত্ন বিধান আবশ্যক। নতুবা ভূম্যাদির শস্যজনিকা শক্তির রূপান্তর-সমুদ্ভূত অন্যরূপ শুভকর ও সুখকর অন্নের অগ্রহণে সমাজের অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা। এতাদৃশ বিচার্য্য-স্থলে, নিজের মূঢ়তা প্রযুক্ত কোন প্রকার কুসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া, যাহাতে ঐ প্রীতিপ্রদ পরম উপকারক খাদ্যের ভূরি-প্রচলন হয়, তৎপক্ষে প্রত্যেকেরই সমাহিত-দৃষ্টি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

একটু আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত—অধুনা প্রকাশিত অনেক খাদ্য সমাজে অতি আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেছে। প্রথম প্রথম যে নবজাত বা নবানীত খাদ্যাদি সম্বন্ধে সমাজে যত মত-বিপর্য্যয় লক্ষিত হইত, এক্ষণ ক্রমশঃ তাহার বিপরীত—অর্থাৎ সেই খাদ্যাদি সম্বন্ধে তত অনুকূলতা প্রকাশিত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদেব দেশে আলু, পেঁপে, কপি বা মর্ত্তমানকলার প্রচলন ছিল না; দেশান্তর হইতে উহা আমাদের দেশে আনীত হইলে পর, প্রথম প্রথম ঐ সকল উদ্‌ভিজ্জ-খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে অনেকের অমত হইত; ক্রমশঃ যত ঐ সমুদয় খাদ্যের উপকারিতা এবং প্রীতিপ্রদতার উপলব্ধি হইতে লাগিল, তত ঐ খাদ্যসমূহের আদর বাড়িতে লাগিল; এমন কি, দেব-পূজার ভোগাদিতেও ক্রমশঃ ঐ সমুদয় খাদ্য ব্যবহার করিতে কেহ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তাই আমরা অধুনা আলু পেঁপে প্রভৃতি

পূজায় নিবেদ্য পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। দেব-কার্য্যে মর্ত্তমানকলা এবং কপির তাদৃশ সর্ব্ববাদিসম্মত প্রচলন এখন পর্য্যন্ত না হইলেও, উহাদের প্রতি যত্নাতিশয্য-দর্শনে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সম্ভবতঃ অচিরেই ঐ সকল দ্রব্য পূজোপকরণের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

শাস্ত্রে উদ্‌ভিজ্জ-খাদ্যই সমধিক সাত্ত্বিকভাব-প্রণোদক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু "নূতন" বলিয়া কপি, আলু, মর্ত্তমান এবং পেঁপে প্রভৃতি খাদ্য পরম পরিতোষ সহকারে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথচ দেবাদির পূজোপকরণে দিতে সাহসী হন না। এ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য না খাওয়াই সঙ্গত। যাহা তুমি নিজে প্রসন্ন-মনে গ্রহণ করিতে পার, তাহা দেব-উদ্দেশে দিতে কুণ্ঠিত হও কেন? যদি তাহাই হও, তবে ইহা নিশ্চয়, যে তুমি ঐ দ্রব্য সন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করিতেছ; অতএব তোমার পক্ষে উহা গ্রহণীয় নহে। তুমি যাহা কিছু ভোজন করিবে, তাহা সর্ব্বাগ্রে তোমার অভীষ্ট দেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া 'প্রসাদ' লইবে। যদি তাহাই না পার, তবে খাইও না। তুমি নিজের রসনা-পরিতোষণ করিবে, অথচ দেবতার বেলায় ভ্রমান্ধকারে কর্ত্তব্য-পথ দেখিবে না, এ কোন্ কথা? যদি প্রশস্তভাবে নিজে লইতে পার, তবে দেবতাকেও দিতে পার; আর যদি তাহা না পার, তবে না খাওয়াই উচিত। শাস্ত্রে "আত্মবৎ" সেবাই বিহিত হইয়াছে;

তুমি যদি তাহাই না পারিলে, তবে শুধু স্বীয় বাহ্য-রসনার তৃপ্তি-সাধনে প্রয়োজন কি? যাহা হউক্, যে খাদ্য তোমার আত্মপ্রীতিপ্রদ, সমাজের প্রীতিপ্রদ, তাহা দেবতারও গ্রাহ্য, এই সংস্কার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া, নবানীত পেঁপে প্রভৃতির দেব-ভোজ্যতা-বুদ্ধি জন্মাইয়া দিতেছে; এবং সেই জন্যই উহা এখন দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য ঐ জাতীয় খাদ্য সম্বন্ধেও ক্রমশঃ এইরূপ হওয়াই সম্ভব। অতএব নূতন বলিয়াই কোন খাদ্য অগ্রাহ্য হইতে পারে না; তাহার দোষ-গুণের বিশেষ আলোচনা হইয়া, তাহারই সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ সমাজ-সম্মত হওয়া আবশ্যক।

ন মুখ্যং গৃহ্য-পালিতম্।৫

অর্থ—গৃহপালিত পশ্বাদি অশন-বিষয়ে অপ্রশস্ত।

ব্যাখ্যা—মাংসাশীদিগের পক্ষে যাবতীয় মাংসের মধ্যে মৃগয়ালব্ধ মাংসই অত্যুৎকৃষ্ট। নিত্যরোগভূমি গৃহে পালিত পশ্বাদির দেহও দৃশ্যতঃ বা অদৃশ্যতঃ কোন না কোন রোগাদিতে আক্রান্ত—অপবিত্র হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ পশ্বাদির মাংস-গ্রহণে রোগাদিরই প্রসার বৃদ্ধি হয় মাত্র। এই জন্যই প্রাচীনকালে মৃগয়ালব্ধ মাংসেরই অধিক আদর ছিল। এখনও কোন কোন স্থলে সেই প্রাচীন নিয়মের ছায়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, গৃহপালিত পশ্বাদির মাংস-ভোজনে যে কেবল রোগাদির আশঙ্কাই আছে, তাহা নহে; ইহাতে হৃদয়ের দয়া-মমতা প্রভৃতি কোমলবৃত্তি গুলি

ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষীণীভূত হইয়া আইসে। মানবহৃদয়ের প্রধান গুণ আশ্রিত-বাৎসল্য সমূলে তিরোহিত হয়; হৃদয় ধীরে ধীরে আসুরভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভীষণ নরকাকারে পরিণত হয়। অতএব আশ্রিত গৃহপালিত পশ্বাদির মাংস সুপ্রশস্ত নহে। এ স্থলে মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়িতেছে "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।"

নাশ্নীয়মত্যধিকামিষং রজোবর্দ্ধন-শঙ্কয়া। ৫

অর্থ—যাঁহাদের মাংসাহার অনিষিদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষেও অত্যধিক মাংস-ভোজন অনুচিত। কেননা তাহাতে রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

ব্যাখ্যা—রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে, সাত্ত্বিকভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া মুক্তির পথ দুষ্প্রাপ্য হয়, সুতরাং মাংসাশীর পক্ষেও অত্যধিক মাংসাহার অবিধেয়। আর্য্য-সন্ততিগণের আহার, বিহার, ভ্রমণ, গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের অভ্যন্তরেই নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যগণ যাহা কিছু করিতেন, যাহা কিছু দেখিতেন বা যাহা কিছু ভাবিতেন, তৎসমস্তের মূলেই সুদৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস নিহিত থাকিত; তাই তাঁহারা যাহা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাই আত্মার অনুকূল ভাবিয়া, আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতেন, এবং যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায়—মুক্তিপথের কণ্টক, তাহা অবশ্য-পরিহার্য্যবোধে পরিত্যাগ করিতেন। সেই হেতু আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন যে, অত্যধিক

রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, সত্ত্বগুণ একেবারে তিরোহিত হয়; অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে অত্যধিক রাজসিকভাবে বিভোর হইয়া ক্রমশঃ নীচ অপেক্ষাও নীচতর হইতে থাকে; সুতরাং রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি কদাচ প্রার্থনীয় নহে। অতএব অপরিমিত মাংসাহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত; কেননা অধিক মাংস-ভোজনে রজোগুণ নিরতিশয় পরিবৃদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম-মার্গের দুরপনেয় অন্তরায়রূপে পরিণত হয়।

ন বাপদি নিষিদ্ধস্যানুষ্ঠানমপি দোষভাক্‌। ৩

অর্থ—আপৎকাল সমুপস্থিত হইলে, এই সমুদয় নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান বা বিহিত নিয়মের ব্যতিক্রম কোন প্রকার দোষাবহ হয় না।

ব্যাখ্যা—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় বিধি-নিষেধ বিবেচিত হইল, আর্ত্ত বা পীড়িতদিগের পক্ষে তদ্বিপরীত আচরণ প্রত্যবায়জনক হইবে না। সাধারণের যাহা অকার্য্য বা অননুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রয়োজনবিশেষে আপদগ্রস্তের পক্ষে তাহার অনুষ্ঠান দূষণীয় নহে। এস্থলে আমরা একটি মহাকবির কবিতার উল্লেখ করিতেছি—

> "নিষিদ্ধমপ্যাচরণীয়মাপদি,
> ক্রিয়া সতী নাহবতি যত্র সর্ব্বথা—,
> ঘনাম্বুনা রাজপথে হি পিচ্ছিলে
> ক্বচিদ্বুধৈরপ্যপথেন গম্যতে। (নৈষধ।)

অর্থ—যখন আপদের সময়ে সৎক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে আত্মরক্ষা করা যায় না, তখন, যাহা চিরনিষিদ্ধ, তাহারও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। কেন না—সরল সুপ্রশস্ত রাজপথ যখন জলদ-জলে পিচ্ছিল হয়, তখন পণ্ডিতগণও কুটিল ও বন্ধুর পথে গমন করিয়া থাকেন।

উপসংহারে আচার্য্য এই শ্লোকটি বলিয়াছেন—

স্বাহারাৎ জায়তে সৌস্থ্যং সৌস্থ্যাৎ সংবর্দ্ধতে স্মৃতিঃ।

স্মৃতিলাভে ভবেন্মুক্তিঃ তস্মাৎ তং বিধিনা চরেৎ।

অর্থ—সু-আহার হইতে সুস্থতা জন্মে; সুস্থতা হইতে স্মৃতি সংবর্দ্ধিত হয়, এবং স্মৃতি-লাভ হইলে মুক্তি হয়; অতএব শাস্ত্রানুসারে আহারের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

ব্যাখ্যা—উপসংহারে সদাহারের চরম উপকারিতা প্রদর্শ-নোদ্দেশে সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য বলিতেছেন যে, শাস্ত্রবিহিত নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আহারের অনুষ্ঠান করা অতীব কর্ত্তব্য; কেননা "সু" অর্থাৎ বৈধ আহার হইতেই স্বাস্থ্যসুখ এবং স্বাস্থ্য হইতেই স্মৃতিশক্তি সংবর্দ্ধিত হয়; স্মৃতি বর্দ্ধিত হইলে মুক্তি অনায়াসলভ্য হইয়া আইসে; অতএব তৎপ্রতি সমাহিত থাকা মুমুক্ষুগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্যাপনিষদে এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে "আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" অর্থাৎ আহার-শুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে,

সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চিতা স্মৃতি লাভ হয়, এবং স্মৃতি-লাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে; অতএব আহার-শুদ্ধিই মুক্তির প্রধান কারণ।

ইতি পরিব্রাজক সূক্তমালায়াং অশন-সূক্ত-নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

জনন-সূক্ত।

শিষ্য। কিমর্থং জননং কার্য্যং?

অর্থ—জননের প্রয়োজনীয়তা কি?

গুরু। সৃষ্টি-সংরক্ষণায় ননু। ১

অর্থ—সৃষ্টি-সংরক্ষণের জন্যই জননের প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সৃষ্টির মুহুর্মুহুঃ যে অপচয় হইতেছে, একমাত্র জননই তাহার পরিপূরক। প্রতিক্ষণ অসংখ্য পদার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই বিচিত্র বিশ্বের ক্ষতি হইতেছে না; এত ক্ষয়—এত পদার্থাপচয় সত্ত্বেও যে বিশ্ব পদার্থহীন হইতেছে না, একমাত্র জননই তাহার মুখ্য কারণ। জনন যদি প্রতিপলে পৃথিবীর অভাব পূরণ না করিত, যদি অনুক্ষণ বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থের পুনরুৎপাদন করিয়া অঙ্গ অক্ষত না রাখিত, তবে হয়ত এতদিন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হইত!

"বিশ্ব" শব্দের অর্থ "সমগ্র"—অর্থাৎ পদার্থ-সমূহের সমষ্টি। পদার্থ বাদ দিলে, বিশ্বের আর কিছুই থাকে না।

পদার্থ-নিচয়ই বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পদার্থ-সমষ্টিই বিশ্ব। জনন-নিবন্ধন এই পদার্থরাশি প্রতিনিয়ত উপচীয়মান হইয়া, বিশ্বের বিশ্বত্ব অক্ষুন্ন রাখিতেছে। সেই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য শিষ্যের সংশয়-নিরাস-মানসে বলিতেছেন যে, এই বিচিত্র বিশ্বের একমাত্র কারণ জনন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসূন যেমন সূত্র দ্বারা গ্রথিত হইয়া, একগাছি মালার আকার ধারণ-পূর্ব্বক একত্রনিবদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নানাবিধ পদার্থ-নিচয়, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশলে সৃষ্ট হইয়া, বিচিত্রভাব ধারণ করতঃ নয়ন-মুকুরে বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই বিচিত্র বিশ্বের পদার্থ-নিচয় যে সৃষ্টিরূপ তন্তু দ্বারা গ্রথিত হইয়া মালার ন্যায় সমষ্টিভাবে আভাসমান হইতেছে, জননই ইহার হেতু। ছিন্নতন্তু মালা যেমন অচিরাৎ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বিশ্বও যদি জনন-শূন্য হয়, তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই অস্তিত্ব-হারা হইয়া, কাল-সমুদ্রের অনন্ত বেলায় বিলীন হইয়া যায়।

কি উদ্ভিদ্-জগৎ, কি প্রাণি-জগৎ, সমস্তই স্ত্রী ও পুরুষ-শক্তি-সমুদ্ভূত। যখন পুংজাতীয় কুসুমের রেণু বায়ু বা ভ্রমরাদি-কর্ত্তৃক স্ত্রীজাতীয় কুসুমের কেশরে আনীত হয়, তখন তাহা হইতে ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। অধুনা পরীক্ষা দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটি পুং-কুসুমের পরাগ অন্য কোন ভিন্নজাতীয় স্ত্রী-কুসুমের কেশরে নিহিত করিলে, সেই স্ত্রী-কুসুম হইতে একটি ভিন্নতম সঙ্কর-কুসুমের

উৎপত্তি হয়। এ সমুদয় প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়। মনুষ্যাদি প্রাণীর উৎপত্তি যে নিয়মের অধীন, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের উৎপত্তিও মূলতঃ সেই নিয়মের অধীন; তবে কোন স্থলে উহা প্রস্ফুট, কোন স্থলে বা অপ্রস্ফুট। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই স্ত্রী-পুং-সংযোগে সমুৎপন্ন। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, আমরা যে কিছু পদার্থ অবলোকন করি, তৎসমস্তই স্ত্রী-পুং-শক্তি-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি আরও একটু অভিনিবিষ্ট হই, তাহা হইলে প্রতীত হইবে যে, জগতের আদি কারণই যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ, তখন এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের পদার্থনিচয়ের নিদান যে স্ত্রী এবং পুরুষ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? জনন ব্যতীত সৃষ্টি-রক্ষা হয় না; অতএব জননই যে বিশ্বের একমাত্র রক্ষক, ইহার আর প্রমাণান্তর অনাবশ্যক। তাই আচার্য্য বলিতেছেন যে, বিশ্বের মূল জননক্রিয়া। ইহা সর্ব্বত্রই অব্যভিচারী। তবে কিনা, ঐ ক্রিয়া মানবাদির পক্ষে স্বীয় ইচ্ছাসাপেক্ষ, আর পশ্বাদির পক্ষে স্বাভাবিক পাশবিক-বৃত্তি-সাপেক্ষ এবং জড়-জগতের পক্ষে বিশ্ব-নিয়ন্তার সুসম্বদ্ধ নিয়ম-সাপেক্ষ। কোথাও বা দৃশ্যভাবে, কোথাও বা অদৃশ্যভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত হয়।

সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টি-রক্ষাই তাঁহার জনন-ক্রিয়ার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-মানসে

যাঁহারা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, এবং উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলেই বিরত হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত কর্ত্তব্য-পরায়ণ; আর যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে উদাসীন, অথচ ক্রিয়া-তৎপর, তাঁহারা ঘোর অকর্ত্তব্যতা-জনিত মহাপাতকগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ও নিতান্ত নিন্দনীয়। প্রবৃত্তির উপর যাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই, নিবৃত্তি-জনিত দিব্য শান্তি-সৌরভে কখনও তাঁহাদের চিত্ত আমোদিত হয় না; তাঁহারা পদে পদে প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হইয়া দুষ্পরিহার্য্য কুকর্ম্মে মলিন হইয়া পড়েন। তাই আচার্য্যের বচন-ভঙ্গি-ক্রমে উপলব্ধি হইতেছে যে, সৃষ্টি-পুষ্টিই যখন জনন-ক্রিয়ার একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য, তখন ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত, কথিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কেবল অনর্থই সংঘটিত হয় মাত্র; অতএব নিরুদ্দেশ্য-ব্যক্তির প্রস্তাব্য বিষয় হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

পশ্বাদি ইতর প্রাণিগণের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা কোন প্রকার হিতকর উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া প্রাগুক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে যে মহাশক্তির প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগের নাই; তাহারা প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তির অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হইয়া, তাহারই চরিতার্থতা সাধন করিতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতির জ্ঞান বা প্রয়োজন তাহাদের নাই; তাই বলিতেছিলাম, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; তবে তাহাদিগের মধ্যেও প্রায়স্থলেই

অপত্যোৎ-পাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না।

মানবগণের প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা আছে ; ইচ্ছা করিলে, তাহারা চিরকাল নিবৃত্তিশীল হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত করিতে পারে। মানবের ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তের উপরই লক্ষ্য আছে ; হিতাহিত জ্ঞান আছে ; তাই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—প্রাণি-জগতে মানবের উচ্চাসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। এ হেন মানব যদি উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া, মাত্র ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিতে উন্মত্ত হয়, পশ্বাদির ন্যায় কামোন্মত্ত হইয়া প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে, মানবের চিরউপাস্যা নিবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান-দানে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নরাকার জীব এবং পশু, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি ? অতএব প্রাগ্-বর্ণিত উদ্দেশ্য—সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনেচ্ছা ব্যতীত কেবল মাত্র অকিঞ্চিৎকর বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য এবং প্রবৃত্তির প্রসার-বৃদ্ধির জন্য জনন-সম্ভাবনাশূন্য জনন-ক্রিয়ানুষ্ঠান নিতান্ত গর্হিত।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য-শৃঙ্খলেই উহা সংযত। উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে না। যদি কার্য্যের মূলে উদ্দেশ্য না থাকিত, তাহা হইলে জগতের কার্য্যাবলীর কোন প্রকার শৃঙ্খলা—অর্থাৎ সুব্যবস্থা থাকিত না ; তাবৎ কার্য্যই নিতান্ত

অব্যবস্থিত হইয়া পড়িত, পৃথিবী অনন্ত অশান্তির আকর হইত। যাহারা ক্রিয়ার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ক্রিয়া-সাধনে সমুদ্যত হয়, তাহারা কার্য্য-সাফল্য-জনিত অনুপম আনন্দভোগের অধিকারী হয় না; সুতরাং যখন যে কার্য্যই করা যাউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি এবং সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত উচিত; নতুবা পদে পদে লাঞ্ছনাপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। মহাজনগণ বলিয়াছেন—"কেবা নস্যুঃ পরিভব-পদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ।" পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচ্য যে, প্রবৃত্তিকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে, তাহা উত্তরোত্তর ততই পরিবর্দ্ধিত হইবে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া কেহ কখনও তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই; বরঞ্চ আরও অধিকতর প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। তাই শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন যে "ন জাতু কামঃ কামামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা কখনও কামনা প্রশমিত হয় না, প্রত্যুত ঘৃতাক্ত অনলের ন্যায় অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি যে শত-সহস্রগুণে শুভকরী, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। অতএব যেস্থলে সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তথায় ব্যর্থ-জননক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উত্তম কল্প। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"প্রবৃত্তের্নিবৃত্তিরেব সাধীয়সী।" বৃথা ইন্দ্রিয়-সেবা

হইতে যত নিবৃত্ত হওয়া যায়, ততই মঙ্গল, মনু বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ" কামপরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্ত হইওনা। কামপ্রসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করিলে, অতি অল্প কালের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদিও শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়-জনিত বাহ্য সুখেরও ব্যাঘাত ঘটে। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সুখ হয় বটে, কিন্তু ঐ সুখই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ভোজন-ক্রিয়ায় সুখ আছে, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা; ভোজন-ক্রিয়া যদি দুঃখজনক হইত, তাহা হইলে শরীর-রক্ষণে অবহেলাও হইতে পারিত। অতএব ভোজন-জনিত যে সুখ, তাহা শরীর-রক্ষার প্ররোচক মাত্র; তাই ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা, গৌণ উদ্দেশ্য অশন-সুখ। শরীর-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, যে ব্যক্তি ভোজন-সুখের জন্যই কেবল ভোজন করে, সে অচিরাৎ রোগাদি-জনিত অমঙ্গলভাগী হয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদি-পরিচর্য্যার মুখ্য উদ্দেশ্য অপত্য-উৎপাদন। যে ব্যক্তি সেই মুখ্য উদ্দেশ্য পরিহার পূর্ব্বক গৌণ-উদ্দেশ্য শরীর-সুখেরই অনুসরণ করে, সেও অচিরাৎ সেই সুই হইতে বঞ্চিত ও বিবিধ অমঙ্গলভাগী হয়। ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত শরীর-সুখ অপত্য-উৎপাদনের প্ররোচক মাত্র। অপত্যোৎপাদন-ক্রিয়া দুঃখজনক হইলে, সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থ প্রবৃত্তির অভাব হইত। ইন্দ্রিয়-সুখ সেই অভাবের অপসারণ করিয়াছে মাত্র; নতুবা

উহাই উদ্দেশ্য নহে, এবং উহাকেই উদ্দেশ্য করিলে, কদাচ অভ্যুদয়ভাগী হওয়া যায় না, ইহা প্রত্যক্ষ।

শিষ্য। केनाधिकारिणस्तस्मिन् ?

অর্থ—সেই জনন-ক্রিয়ায় অনধিকারী কাহারা? অর্থাৎ কীদৃশ ব্যক্তিগণ জগতের হিতার্থে সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জীবোৎপাদন-কর্ম্মে বৈধভাবে সমর্থ, এবং কাহারাই বা অসমর্থ, তাহা বর্ণন করুন।

গুরু। शक्तिरनुत्पादिका येषां इन्द्रियेषु न कर्मणि।

অর্থ—যাহাদের শুক্রে উৎপাদিকাশক্তি নাই, তাহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ শুক্র; যথা রত্নকোষে—"নৃ-বীজমিন্দ্রদৈবতং তস্মাদিন্দ্রিয়মুচ্যতে"। প্রথম সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্যই জনন-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অধুনা তাহার অধিকারি-নির্ণয়-মানসে অনধিকারি-গণের উল্লেখ করা যাইতেছে; কারণ অনধিকারী ব্যতীত সকলেই অধিকারী। যাহাদের রেতঃ উৎপাদিকাশক্তিবিহীন, অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা সৃষ্টি-রক্ষার অনুকূল জীবোৎপাদন-কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে না, তাহারা উল্লিখিত ক্রিয়ার অনধিকারী। সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্যই জনন-কার্য্য; যাহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহার পক্ষে প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিই শ্রেয়সী। ইন্দ্রিয়-সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর; সুখই যদি ইন্দ্রিয়-সেবকের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিবৃত্তি-মার্গে

ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে অনেক উৎকৃষ্টতর সুখ লাভ করিতে পারেন। তিনি যদি ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী না হইয়া, নিঃস্বার্থ-ভাবে জগতের উপকারের জন্য অপর কোন সামাজিক—দৈশিক ব্যাপারে মনোভিনিবেশ করেন, তাহা হইলে তৎ-কর্ত্তৃক পৃথিবী অন্যভাবে প্রভূত উপকার-প্রাপ্ত হইতে পারে; আপ্রলয় তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকে, এবং তিনিও অপরিমিত আনন্দ ভোগ করেন, সে আনন্দের নিকট ইন্দ্রিয়-সুখ অতি তুচ্ছ। প্রাচীন ঋষিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক জগতের মঙ্গলেরজন্য জীবন উৎ-সর্গীকৃত করিয়া চিরবরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীতে কর্ত্তব্যের পরিসীমা নাই; যিনি যতই কর্ত্তব্য-সাধন করুন না কেন, তদ্ব্যতিরিক্ত আরও কিছু কর্ত্তব্য তাঁহার থাকিবেই থাকিবে। সৃষ্টিরক্ষারূপ কর্ত্তব্য-পালনের জন্য যাঁহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য-পালন করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে তাহা বিধেয়; কিন্তু যে সমুদয় ব্যক্তি উক্তরূপে সৃষ্টি-পোষণের অনুকূল কার্য্য-সাধনে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা গর্হিত। জগতের কোন উপকারই নাই, অথচ বৃথা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় শিথিল-শক্তি হইয়া ভারময় জীবন অতি-বাহিত করা অপেক্ষা প্রবৃত্তি-প্রশমনপূর্ব্বক সুস্থ সবলকায় হইয়া জগতের হিতকর অনুষ্ঠানে নিরত থাকাই কি নিরুদ্দেশ্যভাবে অকার্য্যানুষ্ঠান হইতে প্রশস্যতর ব্রত নয়? পশ্বাদির ন্যায় প্রবৃ-ত্তির চরিতার্থতা সাধন অপেক্ষা নিবৃত্তির অনুসরণই শ্রেয়স্কর।

যে দীনা নিনরা নিস্বাঃ। ২

অর্থ—যাহারা দীন, নিতান্ত নিঃস্ব, তাহারাও অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—"পৃথিব্যাংযানি দুঃখানিনরাণামাপতন্তি হি। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পুত্র-দর্শনজাৎ সুখাৎ॥" এই দুঃখ-বহুল অবনীমণ্ডলে মানবের যত প্রকার দুঃখই থাকুক না কেন, একমাত্র পুত্র-মুখদর্শনেই তাবৎ দুঃখ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এহেন প্রাণপ্রিয় অপত্যকে যাহারা, (মনের সাধে খাওয়ান পরান দূরের কথা) অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারাও জীবিত রাখিতে অক্ষম, তাদৃশ নিতান্ত নিঃসম্বল দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পক্ষে জীবোৎপাদন অনুচিত; ইহাতে জগতের উপকার না হইয়া তদ্বিনিয়মে বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে, এবং উৎপাদকগণও সন্তানের ক্ষুৎ-কাতর পরিম্লান মুখচ্ছবি দর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করেন। অতএব যাহারা কোন প্রকারে কোন উপায়ে অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্তও নির্ব্বাহিত করিতে অশক্ত, তাদৃশ উপ-জীবিকাশূন্য উপায়ান্তরবিহীন ভিক্ষুকগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে অনধিকারী। কেন না—দয়ালু সংখ্যা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাতে দয়ার প্রয়োগস্থল—অর্থাৎ দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। যে দেশে দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, সে দেশ তত নিস্তেজ, নিরবলম্ব ও নিঃস্ব; যে দেশে স্বাধীনজীবিক লোকের সংখ্যা যত অল্প, সে দেশ তত অনুন্নত। অতএব

পৃথিবীতে কতগুলি নিঃস্ব নিরুপায় দরিদ্রের সৃষ্টি করিয়া, কতগুলি পরভাগ্যোপজীবী দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া দেশের অপকার করা অপেক্ষা, তাহা হইতে বিরত হওয়াই বিধেয় ; তবে যাহারা কোন মতে কায়-ক্লেশেও সন্ততি-পালনে পারুক, তাহাদের প্রতি এ বিধি প্রসক্ত হইবে না।

দীনহীন কৃতদার ব্যক্তিকে নিঃস্বতা ও নিঃসম্বলতা-নিবন্ধন কেবল দারোপগমন হইতে বিরত করাই সূক্ষ্মদর্শী পরিব্রাজকাচার্য্যের লক্ষ্য নহে, পরন্তু তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আদৌ দারপরিগ্রহই অনুচিত, ইহাও উক্ত সূত্রার্থে পরিজ্ঞেয়। মানব যাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কোন বৈধ উপায়ে পরিজন-পালনক্ষম না হয়, তাবৎকাল তাহার দার-গ্রহণ করাই অসঙ্গত। পরিণীত হইয়া কতগুলি পরিবারের কষ্টের কারণ হইয়া কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়-সুখেচ্ছার সংযম-সাধন পূর্ব্বক কৌমার্য্যব্রত অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। অস্মদ্দেশে প্রায়শই এ নীতির ব্যভিচার দৃষ্ট হয় ; পরের গলগ্রহ হওয়া যেন আমাদের কতকটা স্বভাব-সিদ্ধ। নতুবা যদি "স্বোপার্জ্জিত বা বৈধোপায়লব্ধ অর্থের দ্বারা পরিবার পালন করিতে হইবে" এই বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ পরিণয়-বন্ধনে বদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবর্ষ এত দুর্দ্দশাপন্ন হইত না। যতদিন পরিবার পালনের ক্ষমতা না জন্মে, ততদিন পরিবাররূপ দুষ্পরিহার বাগুরায় আবদ্ধ হওয়া কদাচ আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার্থেই জননের প্রয়োজন।

জাত সন্তানের সুপরিপালন—সুপরিরক্ষণ না হইলে, সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না, সুতরাং জননের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সন্তান জন্মিল বটে, কিন্তু দারিদ্র্য-নিবন্ধন অকালে—অনশনে—অপালনে—কালগ্রাসে পতিত হইল। এই জন্যই পরিব্রাজক বলিতেছেন যে, যাহার সন্তান-পরিপালনের শক্তি নাই, তাহার জননেরও অধিকার নাই।

যে দেশ যত দরিদ্র, সেখানে তত অকালমৃত্যু। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে অকালমৃত্যুর সংখ্যা অধিক, এবং উহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের দরিদ্রতা নিবন্ধনই হইয়া থাকে। ইংলণ্ড হইতে ভারতে যেমন সাধারণ অকালমৃত্যু-সংখ্যা অধিক, তদ্রূপ ভারতের শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যাও ইংলণ্ডের শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা হইতে অধিক। এদেশে পিতা-মাতার দরিদ্রতাই উহার এক প্রধান কারণ। যদি বল, সমাজের ধনী ব্যক্তিরাই দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করিবেন, কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, জগতের অনিবার্য্য দুঃখ এতই রহিয়াছে যে, তাহা মোচন করাই পরোপকারী ধনিবৃন্দের পক্ষে সুকঠিন; সুতরাং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া জগতের দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া, তন্মোচনার্থ ধনীদিগকে বাধ্য করিলে, জগতের দুঃখমোচনের প্রতিকূলতাই করা হয়।

কুষ্ঠাদ্যৈশ্চ মহারোগৈঃ পীড়িতা যে চ মানবাঃ। ২

অর্থ—যাহারা কুষ্ঠাদি অসাধ্য-রোগগ্রস্ত, তাহারাও কথিত উপগমন কার্য্যে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—কুষ্ঠ—যক্ষ্মা প্রভৃতি অসাধ্য-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিও যে পিতৃরোগে জর্জ্জরীভূত হইয়া থাকে, ইহা প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পিতৃরোগ কেবল যে অধস্তন এক-পুরুষগামী হয়, তাহা নহে, উহা ধারাবাহিকরূপে ঐ বংশগত প্রায় তাবৎকেই পরিপীড়িত করে; এবং এইরূপে জগতে কুৎসিত অসাধ্য রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে; অতএব এতাদৃশ ক্ষেত্রে অবিবাহিতের বিবাহ এবং বিবাহিতের দারোপগমন অনুচিত; তবে যদি ভগবদনুগ্রহে কেহ রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধারণতঃ কুষ্ঠাদি-রোগীর বিবাহে বা অপত্যোৎপাদনে সমাজ বিশিষ্টপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; জগতে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ উপচয়প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে এক একটা ঘোর অশান্তিময় দুর্ভারগ্রস্ত সমাজ সংগঠিত করে। ইহাতে পিতা বা সন্তান, কাহারও সুখ হয় না; প্রত্যুত নিরতিশয় দুঃখই হইয়া থাকে। অতএব কতকগুলি জীব সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে আজন্ম যন্ত্রণা এবং সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র করা অপেক্ষা, জীবোৎপাদন-কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ান্। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে—"যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্" স্ত্রী যে প্রকৃতির পুরুষের সহিত সঙ্গতা হয়, তাহার গর্ভে সেই প্রকৃতির সন্তান উৎপাদিত হয়। যদি কেহ বলেন যে, ইহার দ্বারাও সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয়, তদুত্তরে বলা যায় যে, ইহাদ্বারা আদর্শ-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয় না। যে মানবের দ্বারা

মানবের বিবিধ কর্ত্তব্য সংসাধিত না হইতে পারে, তাহার অস্তিত্ব কর্ত্তৃক মানবাস্তিত্ব-প্রবাহ রক্ষিত হয়, ইহা বলা যায় না।

অপক্করেতসো বা যে—৪

অর্থ—অপক্করেত-ব্যক্তিগণও জননক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—অপক্কবীর্য্য হইতে সমুৎপন্ন সন্তান প্রায়ই দীর্ঘ-জীবী হয় না, এবং জীবিতকাল পর্য্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও অন্যান্য প্রকার রোগে প্রপীড়িত হইয়া পরিশেষে সুহৃদ্‌গণের অশেষ দুঃখের কারণ হয়। ইহাতে কাহারই সুখের সম্ভাবনা নাই; অতএব অপক্কবীর্য্য-ব্যক্তির প্রাগুক্ত ক্রিয়ায় অধিকার নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ভূয়ঃপ্রচলনে দেশের এবং সমাজের যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বর্ণনার অতীত। ইহাতে বীজী এবং বীজোৎপন্ন অঙ্কুর, উভয়েই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহাদের দ্বারা সমাজের কোনই উপকার সাধিত হয় না। ইহারা ঘোর অকর্ত্তব্যতাকরণ-জনিত মহাপাপে মগ্ন হইয়া জীবনের কার্য্যকর মধ্যাহ্নেই ইহধাম পরিত্যাগ করে; ইহাতে সৃষ্টির কোনই অনুকূলতা হয় না, বরঞ্চ প্রকারান্তরে অপকারই সংঘটিত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"পুমান্ বিংশতি-বর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া। স্ত্রিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি। অপত্যং জায়তে ভদ্রং তয়োর্ন্যূনেঽধমং স্মৃতং।" বিংশতিবর্ষীয় পুরুষ যদি পূর্ণ-ষোড়শবর্ষীয়া রমণীর সহিত যথাকালে সঙ্গত হয়েন, তবে তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তানই উৎ-কৃষ্ট হইয়া থাকে। বিংশতি বর্ষের ন্যূনবয়স্কের সহযোগে

অপূর্ণষোড়শী রমণীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তান অধম হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে অপরিপক্ক-বীজোদ্ভূত সন্তান জন্মিতে থাকিলে, কালে মনুষ্য-বংশ ধ্বংস হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদও বলিয়াছেন—"ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্ত-পঞ্চ-বিংশতিঃ, যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা নচিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ!

পঞ্চবিংশবর্ষের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ, ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভধান করিলে, গর্ভেতেই উৎপন্ন সন্তান বিপন্ন হয়; ঐ বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সে অধিক দিন জীবিত থাকে না; এবং যদিওবা অধিকদিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়; অতএব অতিবালা স্ত্রীতে কখনও গর্ভাধান করিবেনা।

বানপ্রস্থা ভিক্ষবো বা ব্রহ্মচর্য্যরতাশ্চ যে। ৫

অর্থ—যাহারা বানপ্রস্থ, ভিক্ষু বা ব্রহ্মচর্য্যরত, তাহারাও উপগমন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থেতর আশ্রমত্রয়-সেবীর পক্ষে প্রাগ্‌বর্ণিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অনুচিত। ইহাতে তাঁহাদের গন্তব্য পথ অপ্রাপ্য হয়। ইহা তাঁহাদিগের সাধনের বিশেষ অন্তরায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব আশ্রমানুকূল ধর্ম্মে সমধিক আস্থাবান্ হইয়া আদর্শ-জীবন-সাধনে সমর্থ হউন, ইহাই একান্ত অভিপ্রেত। যাঁহারা

এখনও প্রবৃত্তির কঠোর শৃঙ্খলে অনাবদ্ধ কিংবা একবার সেই দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন, এবং নিবৃত্তির স্বর্গীয় স্বাধীনতা-সুধা উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, তাঁহারা যেন নিবৃত্তির নির্ভয় ক্রোড় পরিহার পূর্ব্বক, আর প্রবৃত্তির করাল কবলে প্রবিষ্ট হইয়া অশান্তি-পেষণে নিস্পেষিত না হয়েন, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। প্রবৃত্তির প্রসার যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, জীবন ততই দুঃখময় হইয়া দাঁড়াইবে ; আবার নিবৃত্তির কৌমুদী-প্রভায় হৃদয় যতই আলোকিত হইবে, জীবন ততই শান্তির নিকেতন হইয়া উঠিবে। অতএব যিনি যত নিবৃত্তিশীল, তাঁহার সুখের পথ তত বিস্তৃত ; পক্ষান্তরে, যিনি যত প্রবৃত্তিমান্, তাঁহার দুঃখের জলধি তত অনন্ত। তাই প্রাচীন আর্য্যগণ বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি সর্ব্বথা শ্রেয়সী। তবে যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অবসানে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক অপত্যোৎপাদনে কোন বাধা নাই।

বৃদ্ধা বা জীর্ণবীর্য্যাশ্চ। ৫

অর্থ—যাঁহারা বৃদ্ধ বা জীর্ণবীর্য্য, তাঁহারাও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা বার্দ্ধক্য বা অন্য কারণে নিতান্ত জীর্ণবীর্য্য, তাঁহাদের পক্ষেও প্রাগুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসঙ্গত। জীর্ণ-বীর্য্যোৎপাদিত সন্ততি নিতান্ত জীর্ণ-মস্তিক ও ক্ষীণকলেবর হয় ; শরীরে বলাধান মাত্র হয় না ; নিরতিশয় শারীরিক

দৌর্ব্বল্য বশতঃ অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হয়; যদিও বা জীবিত থাকে, কিন্তু এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, তাহার দ্বারা জগতের কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে না; সে নানাবিধ রোগের আবাসভূমি হইয়া সংসারে জীবিত-যাতনা ভোগ করিতে থাকে মাত্র। সেই সন্ততি হইতে যদি কোন বংশ সমুৎপন্ন হয়, তবে সে বংশের তাবৎকেই পূর্ব্বপুরুষের ঐ ঘোর অপকর্ম্মের ফলভোগ স্বরূপ নানাপ্রকার রোগে ও দৌর্ব্বল্যাদিতে সমাজে নগণ্য হইয়া থাকিতে হয়; পৃথিবী তাহাদের ভারই বহন করেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়েন না; প্রত্যুত রোগী এবং দীনের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, অশেষবিধ অপকারই ভোগ করেন মাত্র। অতএব ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি অকর্ম্মণ্য, অলস, আময়গ্রস্ত জীবের প্রসার বৃদ্ধি করা অপেক্ষা, নিবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এতাদৃশ ক্ষেত্রে, যাঁহারা এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, নিজের কর্ম্মের পরিণাম-ফলের দুরবস্থা জ্ঞাত থাকিয়াও, নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণতি-বিরস ইন্দ্রিয়-সুখের বশবর্ত্তী হয়েন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের জীবন্মৃত বংশীয়গণকে নানাবিধ অশান্তি ও সামাজিক অবজ্ঞা ভোগ করিতে হয়। যে যে কারণে অপরিপক্ব-বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান অপ্রশস্ত, সেই সেই কারণে জীর্ণবীর্য্যোৎপন্ন সন্তানও অপ্রশস্ত। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যে সময়ে মানুষের বলী—অর্থাৎ চর্ম্ম শিথিল

হয়, কেশ পলিত হয়, কিংবা পৌত্রমুখ-দর্শন হয়, সে সময়ে অরণ্য-প্রবেশ—অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, তদ্বর্জ্জিত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন বিধেয়। তাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, “পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ” অর্থাৎ এই সময়ে সন্তান-উৎপাদনাদি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, বানপ্রস্থাদি অবলম্বনপূর্ব্বক জগতের উপকার-সাধনে নিরত হইতে হইবে।

শিষ্য। কিমাধারস্তু তস্য।

অর্থ—তাহার—অর্থাৎ প্রাগুক্ত জনন-ক্রিয়ার কীদৃশ আধার হিতকর এবং শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন। বীর্য্যাধানের ক্ষেত্র কি প্রকার হওয়া উচিত, ইহাই প্রশ্নের তাৎপর্য্য।

গুরু। যোষিদ্ রোগবিহীনা যা। ৫

অর্থ—যোষিৎ—স্ত্রী—অর্থাৎ যে পরিণীতা নারী রোগ-বিহীনা, অপত্য-উৎপাদনে তিনি শ্রেষ্ঠ আধার।

ব্যাখ্যা—রোগিণী-সমাগমে সমুৎপন্ন সন্ততির শরীরও রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠে, এবং সন্ততি-কর্ত্তাও রোগ-যুক্ত হয়েন; ইহাতে উভয়কেই অনর্থ ভোগ করিতে হয়; সুতরাং এতাদৃশ ক্ষেত্র জননক্রিয়ার অনুপযোগী। ইহার অনুষ্ঠানে আরও যে কত অবর্ণনীয় রোগাদির এবং অশা-ন্তির উৎপত্তি হয়, তাহা ভাষার অতীত। বিবেচকগণ একটু প্রণিধান করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

स्वगुणैरविरोधिनी । २

অর্থ—প্রাগুক্ত গুণবিশিষ্টা যে পরিণীতা ভার্য্যা স্বামীর শারীরিক এবং মানসিক গুণের অবিরোধিনী, তিনিই জনন-ক্রিয়ার উপযুক্ত পাত্রী।

ব্যাখ্যা—পতি এবং পত্নী, এতদুভয়ের যদি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রভৃতি গুণগত প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে এতদুভয়ের সংযোগ-সমুৎপন্ন সন্ততিই সৃষ্টির অলঙ্কাররূপে পরিণত হয়; অন্যথা বিরুদ্ধগুণ-সম্পন্ন দারোপগমনে নানাবিধ কুসন্তান জন্মিয়া সৃষ্টি কলঙ্কিত করে, এবং তদ্ধেতু পতি ও ভার্য্যা, উভয়কেই শারীরিক ও মানসিক অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয়; ইহাতে উভয়ের মধ্যে কাহারই সুখ-লাভের আশা থাকেনা; পরন্তু নিরতিশয় দুঃখই ভোগ করিতে হয় মাত্র।

যে স্থলে স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়েরই গুণের সমতা থাকে, তথায় তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তান আশানুরূপ উৎকৃষ্ট হয়। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—"উভয়ং তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে।"

नातिबाला न वृद्धा वा । ३

অর্থ—প্রাগ্‌বর্ণিত গুণবত্তা সত্ত্বে যে রমণী অতি বালা বা বৃদ্ধা নয়, তাদৃশী পরিণীতা ভার্য্যাই জনন-ক্রিয়ায় সমধিক প্রশস্তা।

ব্যাখ্যা—অপক্কবীর্য্য বা জীর্ণবীর্য্য-সমুৎপন্ন সন্তান যেমন ক্ষীণায়ুঃ এবং অশেষ প্রকার অকল্যাণভাগী হয়, অপ্রস্ফুটবৃত্তি

অপরিণত-বয়স্কা কিংবা গলিতযৌবনা রমণীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তানও তদ্রূপ। ইহাতেও স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়-কেই নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ৫ম সূত্রেই দৃষ্ট হইবে যে, শাস্ত্রে ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান অকর্ত্তব্য বলিয়া বিধান আছে।

বয়সাচ্চ কনীয়সী। ৪

অর্থ—উল্লিখিত লক্ষণসমন্বিতা পরিণীতা ভার্য্যা যদি বয়ঃকনিষ্ঠা হয়, তবে সে-ই জনন-ক্রিয়ার প্রশস্ত আধার।

ব্যাখ্যা—বয়োধিকারমণী-সহযোগে সন্তান-সন্ততিও প্রাগুক্ত বহুল দোষভাক্ হইয়া থাকে, এবং ঐ বিসদৃশ-সংস্পর্শে সংস্পর্শকর্ত্তার নানাপ্রকার রোগ ও আয়ুঃক্ষয় ঘটে। তাই আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র এ বিষয়ের ভয়ঙ্কর অপকারিতা প্রদর্শন-পুরঃসর ইহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ইহাতে শুধু শারীরিক নহে, মানসিক শক্তিক্ষয়ও অনিবার্য্য। ফলতঃ ইহ-পারলৌকিক-ক্ষেমকামী ব্যক্তিবৃন্দের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, বয়োধিকা রমণীর সংযোগ অত্যন্ত অপকারপ্রদ এবং অপ্রীতিজনক,—ইহার পরিণামফল বিষম বিষময়;—ইহার অনিষ্টকারিতা বর্ণনারও অতীত।

পরিণীতা পতিপ্রাণা প্রহৃষ্টা গৃহ-ধর্ম্মসু।
সা প্রশস্তা সিসৃক্ষূণাং প্রজোৎপাদন-কর্ম্মণি ॥ ৫

অর্থ—উপরিলিখিত গুণবিশিষ্টা পতিরতা সাধ্বী ও সংসার-ধর্ম্মে সতত উৎসাহ-প্রফুল্লা পরিণীতা রমণীই সৃষ্টি-লিপ্সুগণের

প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে প্রশস্ততম আধার। ৯ম হইতে ১৩শ সূত্র পর্য্যন্ত তাবৎ বিশেষণ পদই ৯ম সূত্রস্থ বিশেষ্য 'যোষিৎ' পদের সহিত অন্বিত।

ব্যাখ্যা—আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে যাহা কিছু বলা হইল, তৎসমস্তই সম্পূর্ণভাবে যে রমণীতে বিদ্যমান আছে, তিনিই সন্তান-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠপাত্রী; তাদৃশী রমণীর গর্ভজাত সন্ততি ইহলোক এবং পরলোক, উভয়ত্রই শুভফলহেতু হইয়া থাকে। তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, সংসার অলঙ্কৃত হয়, জগৎ নানা প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হয়। তাদৃশী লোক-ললামভূতা ললনার শুভগর্ভ-সম্ভূত সন্তান যথার্থই 'সন্তান'-পদবাচ্য; তাহার দ্বারাই সৃষ্টির সন্তান—অর্থাৎ বৃদ্ধি যথার্থ সুসাধিত হয়। সে সবল এবং সর্ব্ববিষয়ে সামর্থ্যশালী হইয়া অলোকসামান্য দিব্য প্রতিভা-প্রকাশে বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত করে। তাদৃশ একটি সন্তান দ্বারা যে কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, দুর্ব্বল ক্ষীণমস্তিষ্ক বিবিধ-ব্যাধি-মন্দির অন্য শতসহস্র তথা-কথিত সন্তান দ্বারা তাহা কদাচ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই পরিব্রাজক, সৃষ্টিপ্রবাহ-রক্ষার জন্য দারোপ-গমনকারী ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃত নিদানস্বরূপ প্রজা-সৃষ্টির আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে, নারীজাতির গর্ভ-গ্রহণো-পযোগিতার বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; যাঁহারা সৎ-অপত্য-লাভপ্রয়াসী, তাঁহারা যেন এ বিধির ব্যভিচারী না হয়েন, ইহাই একান্ত নিবেদন। যে জন্মিলে বংশ পতিত হয়

না, সে-ই ত অপত্য; সেই অপত্য শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তির সার্থক পাত্র (ন পততি বংশ অনেন)। প্রাগ্-বর্ণিত সুলক্ষণান্বিতা সাধ্বীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই "পুত্র" শব্দের যথার্থ প্রতিপাদ্য।

यस्मात् प्रजाविवृद्धिस्तत् मतं रतमनुत्तमं। ६

অর্থ—"ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মশ্চ রতং নিধুবনঞ্চ স" ইত্যমরঃ,—যে রত, অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম্ম—জীবোৎপাদন-কর্ম্ম হইতে প্রজা-বিবৃদ্ধি হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টি-প্রবাহ-পরিপালন হেতুই উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, অতএব সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত রত-তৎপর হওয়া অনুচিত। কেননা, তাহাতে সৃষ্টির কোনই লাভ নাই, প্রত্যুত ব্যর্থ-বীর্য্য-নিষেক-নিবন্ধন নিষেক্তা ক্ষীণ-শক্তি হইয়া সৃষ্টির গলগ্রহরূপে পরিণত হয়েন। সেই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, সন্তান-উৎপাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রাম্যধর্ম্ম-পরিচর্য্যা অকর্ত্তব্য। উহাতে সৃষ্টির ক্ষতি বই বিন্দুমাত্রও লাভ হয় না। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা বন্ধন—অর্থাৎ নিয়ম থাকা উচিত; যে কার্য্য কোন প্রকার নিয়ম-রজ্জুতে সংযত নহে, তাহাতে পদে পদে বিশৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রায়শঃ পরিণাম-বিফলতা উপস্থিত হয়; অতএব তাবৎ কার্য্যেরই একটা নিয়ম থাকা আবশ্যক। উল্লিখিত রতিক্রিয়াও যদি এই প্রকার সন্তান-জনন-সীমায় আবদ্ধ থাকার নিয়মে সংযত না করা যায়, তাহা হইলে

সমাজে মহতী বিপত্তির আবির্ভাব হয়;—অধুনা হইতেছেও তাই। সংযম-ভ্রষ্ট হইয়া, প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয়তা নিবন্ধন, অন্যান্য অশেষ কর্ত্তব্য অবহেলাপূর্ব্বক, অনেকে হয়ত উহাতেই সমর্পিতজীবন হইয়া থাকেন; সুতরাং প্রবৃত্তির পঙ্কিল-প্রবাহে শান্তিময়ী নিবৃত্তির অস্তিত্ব ভাসিয়া যায়। নানা-প্রকার অনর্থভারে আক্রান্ত হইয়া, সমাজ চিরদিনের মত উন্নতির উত্তুঙ্গ আশামঞ্চ হইতে নিপতিত হয়। অতএব যাহাতে উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রসার বর্দ্ধিত না হয়, তজ্জন্য একটা নিয়ম থাকা প্রয়োজন; তাই পরিণামদর্শী আচার্য্য জনন-ক্রিয়ার বিষয়ে একটী বিশ্বজনীন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া, শিষ্যকে কর্ত্তব্য-শিক্ষাদানচ্ছলে জগতের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন।

অন্যৎ নিরয়ং বিদ্ধি দুষ্কাম-কলুষীকৃতম্। ৩

অর্থ—প্রজা-প্রাপ্তি-বাসনা ও সম্ভাবনা ব্যতীত যে জনন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নরকজনক বলিয়া জানিবে; কেননা, তাহা দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত।

ব্যাখ্যা—কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যাহারা অপত্যেচ্ছা ব্যতীত উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহা-দিগকে জীবিত-কালে নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে নরক-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সন্তানেচ্ছায় উদাসীন থাকিয়া জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যে কি মহান্ অনর্থপাত সংঘটিত হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বস্থ সূত্র সমূহে উক্ত

ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অতঃপর মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৃষ্টি-রক্ষার উদ্দেশ্যশূন্য উপগমন-ক্রিয়া কথঞ্চিৎ আপাত-সুখদ হইলেও পরিণাম-নিরয়দ, অশেষ অকল্যাণ-কর ও অবর্ণনীয় অশান্তিজনক। দুষ্কাম-কলুষিত রতানুষ্ঠানে যে সৃষ্টির কি মহৎ অনিষ্ট হয়, তাহা কেবল সুহৃদয়-সম্বেদ্য, উহার প্রকাশোপযোগিনী ভাষা নাই। ইহাতে সমাজের বলক্ষয়, দেশের অবনতি ও জগতের মহতী ক্ষতি হয়।

ভার্য্যায়াং হি প্রজা কার্য্যা সৈব ক্ষেমঙ্করী ভবেৎ। ৮

অর্থ—ভার্য্যাতেই প্রজা (সন্ততি) উৎপন্ন করা উচিত। কেননা সাধ্বী সদৃশী ভার্য্যাসম্ভূত অপত্য ইহজগৎ এবং পরজগৎ, উভয়ত্রই মঙ্গলের কারণ হয়।

ব্যাখ্যা—নাস্তি পাপকরং কিঞ্চিৎ পরদারাভিমর্ষণাৎ। ভার্য্যেতরসঙ্গমাচ্চ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাৎ॥ শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পরস্ত্রীগমন বা সর্ব্বলোক-নিন্দিত পণ্য-রমণী- (বারা-ঙ্গনা-) অভিমর্ষণ অপেক্ষা অধিক পাপ-জনক কার্য্য আর কিছুই নাই। এই কুকার্য্যের ফল অসহ্য লোকনিন্দা, অপরিমিত আত্মগ্লানি, অনন্ত অবমাননা, দুচিকিৎস্য ব্যাধি, আধ্যাত্মিক অত্যবনতি ইত্যাদি। আর পরত্র উৎকট নরক-ভোগের অনিবার্য্যতা শাস্ত্রে সুস্পষ্ট বর্ণিত। এহেন কুক্রিয়া-জাত সন্ততি দ্বারা পিতৃকুলের কোনই প্রীতি সাধিত হয় না; পরন্তু জগতের মহান্ অপকার হয়। ক্ষেত্র বিশেষে

প্রাণিহত্যার (নর-হত্যাই বলা যায়) উৎকট পাপে আক্রান্ত হইতে হয়। তাই ভার্য্যা ব্যতীত ক্ষেত্রান্তরে সন্তান-জনন নিতান্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাধ্বী ভার্য্যার গর্ভ-সম্ভূত সন্তান বংশের এবং জগতের বিভূষণরূপে শোভা পায়। সূর্য্য-কুলপতি মহারাজ দিলীপ সন্তানকামী হইয়া বলিয়াছেন যে—"সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে।" সৎকুল-সমুৎপন্ন অপত্য ইহ-পর উভয় লোকেই অশেষ মঙ্গলের নিদান। বাস্তবচক্ষে দৃষ্টি করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনঃ।" পুত্রের নিমিত্তেই ভার্য্যা-গ্রহণ, কেননা পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ড-প্রাপ্তির নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পরস্ত্রী-গর্ভসম্ভূত অসদপত্যে সে আশা থাকেনা। মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, "তৎপ্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা, আয়ুষ্কামেন বপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতি" প্রাজ্ঞ বিনয়-ভূষিত জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ আয়ুষ্কাম-ব্যক্তি যেন কদাচ পরস্ত্রীতে বীজ-বপন না করেন। এসম্বন্ধে বিবিধ নিষেধ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আত্মপক্ষে পরভার্য্যা-নিষিক্ত-বীজের ব্যর্থতা প্রদর্শনকল্পে ভগবান্ মনু আরও বলিয়াছেন যে, "নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ খে বিদ্ধমনুবিধ্যতঃ। তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পর-পরিগ্রহে" অন্য কর্ত্তৃক শরবিদ্ধ কৃষ্ণসারের ক্ষতস্থলে বাণবেধ করিলে যেমন সেই পশ্চাদ্-বেধকারীর ক্ষিপ্ত শর নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ পরক্ষেত্রে বপিত উক্ত বীজও নিষ্ফল

হইয়া যায়; বপন-কর্ত্তার কোনই লাভ হয় না,—পরন্তু ক্ষতিই হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার্থ জনন-কর্ত্তার পক্ষে স্বভার্য্যেতর-রমণী-স্পর্শ শাস্ত্রতঃ এবং ব্যবহারতঃ, উভয়স্থলেই অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অপত্য-লিপ্সুর এতাদৃশ নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই বিধেয়। পরিণীতা ভার্য্যাই সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী। সংসারাশ্রমে বাস করিতে হইলে, যাহাতে দাম্পত্য-বিরোধ না ঘটে, তৎপক্ষে সমধিক দৃষ্টি রাখা পতির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যে সংসারে দম্পতীর মানসিক অকৌশল বিদ্য-মান, তাহা নিত্য অশান্তির নিলয় স্বরূপ। একেই ত সংসার নানা দুঃখের আকর, তাহাতে আবার যদি দাম্পত্য-প্রণয়জনিত অপার্থিব সুখটুকুও পৃথিবীতে না মিলে, তবে মানুষের সংসার-ধর্ম্ম বিষম বিড়ম্বনাময় হয়। তাই একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন—"পান্থাশ্রমেঽস্মিন্ সংসারে নানা-তাপ-পিপাসুভিঃ। পতিভিঃ সর্ব্বদা লভ্যা শান্তির্ভার্য্যা-বিনোদনাৎ।" এই পান্থাশ্রম-স্বরূপ সংসার-ক্ষেত্রে নানাতাপ-ক্লিষ্ট শান্তি-তৃষ্ণা-কাতর পতিগণের সাধ্বী পতিপ্রাণা ভার্য্যা-কৃত মনোবিনোদন-সম্ভূত অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করা উচিত। মনুও বলিয়াছেন——"অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতি-রুত্তমা। দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ।" অপত্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, আত্মপরিচর্য্যা, উত্তমা রতি, পিতৃপুরুষ এবং আত্মার স্বর্গ, এ সমস্তই সাধ্বী ভার্য্যার অধীন। অতএব যাহাতে

সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যার প্রতি অসদ্ব্যবহার না করা হয়, তাঁহার অবমাননা না করা হয়, তাঁহার মনে বেদনা না দেওয়া হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা উচিত। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥" সন্তানলাভের জন্য মহোপকারিণী বহুকল্যাণ-ভাজনরূপিণী গৃহের শোভা-সংবর্দ্ধিনী স্ত্রী সর্ব্বদা প্রেমাদর-প্রাপ্তির যোগ্যা; কেননা গৃহীর গৃহে স্ত্রী এবং শ্রী (লক্ষ্মী) এতদুভয়ের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। স্ত্রীই গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী। এতাদৃশ-মঙ্গলময়ী প্রেমামৃত-প্রবাহিনী পতিপ্রাণা রমণীর প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক যাহারা ঘৃণিত পরদারাভিমর্ষণকার্য্যে উদ্যত হয়, তাহাদের ন্যায় পাপাচার বিশ্বাসঘাতক, আত্মদ্রোহী অভাগ্য জীব এ জগতে আর নাই। নারীজাতি প্রায়শঃই পতি-পথবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন; পতির হৃদয়ের গুণ-গরিমা প্রচ্ছন্নভাবে ললনা-হৃদয়ে অন্তর্বিদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে তাদৃশ গুণসম্পন্না করিয়া তুলে; সুতরাং পতি যখন কল্যাণকরী ভার্য্যার প্রতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক উৎপথবর্ত্তী হন, তখন তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার ন্যায় আচরণ করিতে পারেন। তিনিই তাঁহার অজ্ঞাত-পরপুরুষতত্ত্বা সরলা ভার্য্যাকে বিষম বীভৎস পাপের অভিনয় দেখাই-তেছেন; এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীও উৎকুলগামিনী হইলে, তাহাতে স্ত্রীর দোষ অপেক্ষা, পথ-প্রদর্শক (রক্ষাকর্ত্তা?) ভর্ত্তার

দোষই অধিকতর। স্ত্রী স্বামীর গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে ধর্ম্ম্য কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎপক্ষে উদাসীন থাকা সর্ব্বথা অবিধেয়। এই উদাসীনতার ফল বংশের এবং জগতের অকল্যাণে পরিণত হয়। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে—"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি। তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।" সমুদ্র-সঙ্গতা তটিনীর ন্যায় ভার্য্যা স্বামীর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্যভিচার-কালে স্বামীর মনে করা উচিত যে, তাঁহার এই দুষ্কার্য্যের পরিণাম সঙ্গ-সংক্রমণের অপরিহার্য্য ফলে তদীয় ভার্য্যার চরিত্রে সংসক্ত হইতে পারে; অতএব সংসার-সুখলিপ্সু সন্তানচিকীর্ষু আত্মার এবং পিতৃপুরুষের স্বর্গকামী ব্যক্তির ভার্য্যেতর-নারীসঙ্গ নিতান্ত অনুচিত। ভার্য্যেতর-সমুৎপন্ন পুত্র "পুত্র"-পদবাচ্যই নয়;—তাহাতে উৎপাদন-কর্ত্তার কোন প্রকার শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির আশা নাই; তাই বিচক্ষণ পরিব্রাজক পুত্রোৎপাদনের বৈধাবৈধতার বর্ণনচ্ছলে অবশ্যজ্ঞেয় দার-ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। স্বভার্য্যা-গর্ভ-সম্ভূত পুত্রের শ্রেষ্ঠতা—প্রদর্শনমানসে মনু আরও বলিয়াছেন যে, "স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্। তমৌরসং বিজানীয়াং পুত্রং প্রথমকল্পিকং॥" বিবাহাদি-সংস্কারপূত স্বক্ষেত্র-সমুৎপন্ন ঔরসপুত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপত্য। ভার্য্যেতর-রমণী-গমনে অশান্তি এবং বিপদ্ এতই জাজ্বল্যমান যে, তাহা বাগাড়ম্বরে

বুঝাইবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ ব্যভিচারোৎপন্ন সঙ্কর-সন্তান যে সমাজের কত অনিষ্টকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গীতার অর্জ্জুনোক্তিতে উহা সংক্ষেপে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্কর-সৃষ্টিতে মানব-সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার সাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সুরক্ষিত হয় না।

ন বাহুল্যমপত্যানাং সৃষ্টিশ্রেয়স্করং ভবেৎ। ৬

অর্থ—বহু অপত্য কখনও সৃষ্টির শ্রেয়স্কর হয় না।

ব্যাখ্যা—বহু অপত্য দারিদ্র্যের নিদান। সংসারে দরিদ্রতার প্রসার-বৃদ্ধির এমন সহজ উপায় আর নাই। দরিদ্রতা-জনিত যাবতীয় অশান্তিই এই বহু-অপত্য-জনন হইতে উৎপন্ন হয়। জগতে দারিদ্র্যের ভাগ যত অল্প হইবে, জগৎ তত সমুন্নত হইবে। এক দরিদ্রতা হইতে সৃষ্টি ধ্বংস-মুখে পতিত হইতে পারে। দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সৃষ্টির বৃদ্ধি অপেক্ষা নাশের সম্ভাবনা অধিক। দারিদ্র্যের ন্যায় সর্ব্ববিষয়িনী অবনতির এরূপ কারণ আর দ্বিতীয় নাই। মানবসমাজে দরিদ্রতাই যে যাবতীয় অনর্থের হেতু, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহারাজ শূদ্রক একদা অতি কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"

"দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি হ্রী-পরিগতঃ প্রভ্রশ্যতে তেজসঃ
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবাৎ নির্ব্বেদমাপদ্যতে।
নির্ব্বিন্নঃ শুচমেতি শোক-পিহিতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে।
নির্ব্বুদ্ধিঃক্ষয়মেত্যহো! নিধনতা সর্ব্বাপদানাস্পদম্।

দরিদ্রতা-নিবন্ধন মানবের লজ্জা উপস্থিত হয়। লজ্জিত হইলে পর তাহাকে স্বতেজোভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র নিস্তেজা বলিয়া নিতান্ত অবমাননা ভোগ করিতে হয়। অবমাননা হইতে আত্মগ্লানি জন্মে; আত্মগ্লানি জন্মিলে, শোকে কাতর হইয়া পড়িতে হয়। শোক-কাতরতা হেতু বুদ্ধিবৃত্তি তিরোহিত হয়। বুদ্ধিবিহীন হইলেই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; অতএব হায়! একমাত্র দরিদ্রতাই যাবতীয় আপদের নিদান। এতাদৃশ সৃষ্টি-বিপ্লবকারিণী দরিদ্রতা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে না পারে, সৃষ্টি-হিতাকাঙ্ক্ষীর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

অপত্য-উৎপাদন-প্রয়োজনের মূল লক্ষ্য করিলে আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তদনুসারে বহু-অপত্য-জনন যে শাস্ত্রবিগর্হিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেখিতে পাই, শাস্ত্রে তিন প্রকার ঋণের উল্লেখ আছে যথা—দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ; এই ঋণত্রয়ে মানব আবদ্ধ; ঐ ঋণ পরিশোধের উপায় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—যথা যাগাদি দ্বারা দেব-ঋণ, স্বাধ্যায়াদি দ্বারা ঋষিঋণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। অতএব এই বিধি অনুসারে দুস্তর পিতৃঋণের পরিশুদ্ধির একমাত্র উপায়ই যে সন্ততি, ইহা আমরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। সন্ততি-উৎপাদনের প্রধান কারণই হইল পিতৃ-ঋণ-পরিশোধন—সৃষ্টি-সংরক্ষণ। যখন একটী মাত্র অপত্যের দ্বারাই প্রাগুক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে,

তখন আর একাধিক সন্তান-জননের আবশ্যকতা কি? ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি" জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মমাত্রই মানব 'পুত্রী' পদবাচ্য এবং পিতৃ-ঋণ-বিমুক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ পুত্র-পদ-প্রতিপাদ্য; অতএব জ্যেষ্ঠই তাবৎ ধনের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। ইহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রথম পুত্রের জন্ম হইলেই যখন মানবের পিতৃঋণ পরিশোধিত হইল, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রহিল, তখন পুত্রান্তর-উৎপাদন করিবার আর প্রকৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। প্রথম পুত্রই পুং-নাম-নরক-ত্রাতা, সুতরাং যথার্থ পুত্র, তদিতর পুত্র কামবৃত্তির কদর্য্য ফল স্বরূপ। এসম্বন্ধেও মনুর আদেশ স্মরণ করুন—"যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে। স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ" যাহার জন্মপরিগ্রহে ঋণ পরিশোধিত হয়, পিতৃলোক অমৃতত্ব লাভ করেন, সে-ই পিতার ধর্ম্মসঙ্গত পুত্র, তদিতর কামজ—অর্থাৎ কামবশ্যতানিবন্ধন সমুৎপন্ন। অতএব যখন একটী মাত্র পুত্র কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অক্ষত রাখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তখন বহুপুত্রের উৎপাদনের কারণ কি? যদিও এই উচ্চাদর্শ সকলের পক্ষে সংরক্ষণীয় হইতে পারে না, কিন্তু যতদূর সাধ্য, ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এস্থলে সূত্রের উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, প্রত্যেক পিতা স্বীয় সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া, যে কয়েকটি সন্তানের

সুপরিপালন তাঁহার পক্ষে সম্ভব, তদতিরিক্ত সন্তান উৎপাদন প্রশস্ত নহে, ইহাই অবধারণ করিবেন। বিশেষতঃ অপত্য-বাহুল্যে গর্ভধারিণীর শরীরও মন অতি অল্পসময়ের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বহু অপত্য-প্রসবে, বঙ্গমহিলাদিগের অনেকেই যৌবনে বৃদ্ধা হইয়া পড়েন, ইহা আমাদের নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। সৃষ্টিকে পুষ্ট করা না বলিয়া বরঞ্চ ভারময় করাই বহু-অপত্য-জননের ফল বলা যায়; তাই মন্বাদিমতে জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃকার্য্যের মুখ্য অধিকারী। যেহেতু জ্যেষ্ঠই প্রকৃত পুত্র, তদিতর কামনাস্রোতের বুদ্‌বুদ্‌ স্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ঋণমস্মিন্ সন্নয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি। পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতো মুখং॥" এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে, অপত্যের বাহুল্য যে অশেষ উদ্বেগপ্রদ, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

রমণাধিকারো নাস্তি জননাধিকারং বিনা। ১০

অর্থ—জননাধিকার ব্যতীত রমণাধিকার নাই।

ব্যাখ্যা—এই সূত্র দ্বারা আচার্য্য বলিতেছেন যে, যে পুরুষের জননাধিকার নাই, তাহার রমণাধিকারও নাই,—যে স্ত্রীতে জননাধিকার নাই, সে স্ত্রীতে রমণাধিকারও নাই; যে পুরুষের জননাধিকার আছে, তাহারও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই, এবং যে স্ত্রীতে জননাধিকার আছে, সে স্ত্রীতেও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই; জনন এবং রমণ সতত সমানাধিকরণ হওয়া উচিত। জনন

(সন্তান-উৎপাদন) এবং রমণ যে স্বতঃই সমানাধিকরণ হইবে, এমত নহে; অর্থাৎ রমণ করিলেই যে সন্তান-উৎপাদন হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই; কিন্তু আচার্য্যের উদ্দেশ্য এই যে, জননেচ্ছা ব্যতীত কখনও রমণে লিপ্ত হইবে না।

মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এক একটি উদ্দেশ্য সংসাধন করে। যথাকালে যথোপযুক্তরূপে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় নিয়োজিত হইলেই, তাহার স্বাভাবিক-সার্থকতা-জনিত শান্তি অব্যাহত থাকে; অন্যথা উহা হইতে অশেষ অমঙ্গল উদ্ভূত হয়। ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার-জনিত যে সুখ তাহা আদৌ তাহার উদ্দেশ্যই নহে। যদি ইন্দ্রিয়-সুখই ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, তাহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলে, যখনই সুখেচ্ছা হইবে, তখনই ইন্দ্রিয়-সেবা করিতে হয়, এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের বিবৃদ্ধিহেতু ইন্দ্রিয় শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায়, সেই ঈপ্সিত ইন্দ্রিয়-সুখই শেষে দুর্লভ হইয়া পড়ে। যদি বল যে, তুমি এমন কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে এই সুখ সম্ভোগ করিবে যে, তাহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট না হয়, তবে তাহাতে আপত্তি কি হইতে পারে? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তোমার নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রতিপন্ন হইল যে, ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবায় নিয়মের অধীন থাকা আবশ্যক। আরও দেখ, ইন্দ্রিয়-সুখই যদি তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়,

তবে তোমার কৃত নিয়মের দ্বারাই তোমার সেই অভিপ্রেত ইন্দ্রিয়-সুখের অল্পতা-বিধান হইল। আরও একটু অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিয়া যে নিয়ম করিবে, তাহা কখনও সুপরিপালিত হইবে না; কারণ ইন্দ্রিয়-সুখই যে স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে পরিণাম-চিন্তার অভাব সততই বিদ্যমান। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করিলে যে ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এরূপ চিন্তা ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হয় না, বা হইলেও তাহার স্থায়িত্ব জন্মে না। এই সুখলিপ্সু ব্যক্তিদিগের আপাত-সুখই অনুসরণীয় হয়, এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিক্রান্তি হওয়ায়, উহার অতিপরিচর্য্যাজনিত অশেষ অমঙ্গল মানব-জীবনকে আচ্ছন্ন করে।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি?—আত্মবিকাশ; যাহার যে অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে, তাহারই পূর্ণ-বিকাশে মানবজীবন সার্থক ও সফল হয়। সুতরাং মানবের প্রত্যেক কার্য্য বা চিন্তা, প্রতিকূল না হইয়া, যাহাতে সেই বিকাশের অনুকূল হয়, তৎপক্ষে সকলেরই প্রযত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়াদির যেরূপ ব্যবহারে সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের আনুকূল্য হয়, সেইরূপ ব্যবহারই বিধেয়। এক্ষণে দেখ যে, ইন্দ্রিয়-সুখোদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করিলে, মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না। উহার দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণতারই

প্রসার বৃদ্ধি হয়; মনুষ্য-জীবনের বিশিষ্টত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ প্রজননের প্ররোচক মাত্র, এবং প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলেই সেই সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যত্র উহা দুর্লভ হইয়া উঠে। প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলে, কাম-লিপ্সার জন্য কখনও চিত্তবৃত্তি উদ্বেজিত হয় না,—হৃদয়ের সাম্য বিচলিত হয় না,—কদাচও শান্তির অভাব হয় না। শুদ্ধ কর্ত্তব্য-পথোন্মুখ হইলে, উহাতে নিষ্কাম ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিলে, তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে, এবং মানবের মানবত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক অঙ্গেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আছে; তন্মধ্যে কতিপয় অঙ্গের পরিচালনা না করিলে, আদৌ জীবন-রক্ষাই হয় না; সুতরাং জীবন-রক্ষার জন্য সেই সমুদয় অঙ্গের যতদূর ক্রিয়া প্রয়োজন, তাহা করিতেই হইবে। তদতিরিক্ত স্থলে, সেই সমুদয় অঙ্গের পরিচালনা অমঙ্গলজনক। মুখের দ্বারা আহার করিতে হইবে, আহারের প্রয়োজন শরীর-রক্ষা; শরীর-রক্ষা-উদ্দেশ্য-ব্যতীত আহার-গ্রহণে অমঙ্গল অনিবার্য্য। যাহা অমঙ্গলজনক, তাহাই পাপ এবং তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্যের অন্তরায়। শরীরের যে পরিমাণে ক্ষয়, সেই পরিমাণে ক্ষুধা, তৎপরিমিত আহারই প্রশস্ত; তদতিরিক্ত আহার শরীররক্ষারও বিরোধী। এই শরীর-রক্ষার জন্য জননেন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যার প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ তদ্বিরহিত

ব্যক্তিগণ নির্ব্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, এবং তৎসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও তৎপরিচর্য্যা ব্যতীত জীবন-সংরক্ষণের কোন বাধা হয় না; সুতরাং শরীর-রক্ষার্থ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা নাই; পরন্তু উহাতে শরীরের ক্ষয়ই হইয়া থাকে; উহা বরং শরীররক্ষার বিরোধী। যাহা শরীররক্ষার বিরোধী, তাহা ভৌতিক-জীবনের সুখ-নিদান হইতে পারে না। বিন্দু-রক্ষণই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের একমাত্র সোপান, এবং বিন্দুত্যাগই তত্তাবতের সংপূর্ণ অন্তরায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন "মরণং বিন্দু-পাতেন জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ"। যদি বল যে, এরূপ অনিষ্টজনক ব্যাপারে সুখের বিদ্যমানতা কেন? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, সৃষ্টি-প্রবাহের নিয়মই এই যে, একের ক্ষয়, অপরের বৃদ্ধি। মাতা-পিতার শরীর-ক্ষয় না হইলে পুত্র উৎপন্ন হয় না। ইতর-প্রাণি-জগতে এরূপও দৃষ্ট হয় যে, অপত্য-জননে জনয়িত্রীর বিনাশ অপরিহার্য্য। কর্কট অশ্বতরী প্রভৃতি ইহার নিদর্শনস্থল। উদ্ভিদ্-জগতেও এই নিয়ম অপরিদৃষ্ট নহে। ফলবান্ হইয়াই ওষধিগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, আত্মশরীর কিছু অধিক স্থায়ী করা অপেক্ষা সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করা শ্রেয়স্কর। আত্মত্যাগ ভিন্ন জগতের উপকার সংসাধিত হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা, শরীরক্ষয়ের কথঞ্চিৎ কারণ হইলেও, সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থ উহা অপরিহার্য্য। কিন্তু বিবেক সর্ব্বত্র সুলভ

নহে, এই জন্যই ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় সুখের বিধান। উহাতে ঐ সুখ না থাকিলে, কিংবা উহা দুঃখজনক হইলে, শুদ্ধ কর্ত্তব্য-জ্ঞানে সৃষ্টি-সংরক্ষণে প্রবৃত্তির অভাব হইত। এই জন্যই, ইন্দ্রিয়-সুখ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার প্ররোচক মাত্র; এবং যে ইন্দ্রিয় যে উদ্দেশ্যে সংগঠিত, সেই উদ্দেশ্যে তাহা পরিচালিত না হইলে, অমঙ্গল অনিবার্য্য। এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, জনন-অধিকার ব্যতীত রমণ-অধিকার নাই। এস্থলে ইন্দ্রিয়-সুখের তাৎপর্য্য স্পর্শ-সুখ বলা যাইতে পারে; এই স্পর্শ-সুখ অতি ক্ষণ-স্থায়ী এবং পরিণতি-বিরস। ঐ সুখ-সম্ভোগ জননেন্দ্রিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না; অপত্য-উৎপাদনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সূত্র দ্বারা পরিব্রাজকাচার্য্য অবশ্য ইঙ্গিতে আরও কতকগুলি উপদেশ করিয়া গেলেন—যথা, যে স্থলে জননা-ধিকার নাই, সে স্থলে রমণাধিকার না থাকায়, গর্ভিণী রজ-স্বলা প্রভৃতিও রমণ বিষয়ে নিষিদ্ধা হইল; কারণ ঐরূপ আধারে জননের সম্ভাবনা নাই; তাহাতে কেবল রমণ মাত্র হয়। ভার্য্যেতর-রমণীতে জননাধিকার না থাকায় রমণাধিকারও নিষিদ্ধ হইল, এবং ইহা দ্বারা অঋতুমতী-ভার্য্যাতেও রমণা-ধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল; কেননা তদ্রূপ গমনে সন্তান-জননের সম্ভাবনা নাই। তবে নিম্নাধিকারীদিগের পক্ষে স্বীয় স্বীয় ভার্য্যায় ঋতু-ভিন্ন কালেও গমন একেবারে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ

হয় নাই। কিন্তু এরূপ ব্যবহার আদর্শ হইতে পারে না, কেননা উহাতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ভিন্ন অন্য কোন সদুদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে, এই সমুদয় আদর্শ অতি উচ্চ, সাধারণ মানবের পক্ষে এই সমুদয় উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে; কিন্তু আদর্শ মহান্, উচ্চ ও সংপূর্ণ হওয়াই প্রয়োজনীয়। কেননা এ প্রকার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, জীব একেবারে অধঃপতিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বৃক্ষের শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করে, তাহার সেই বাণ বৃক্ষের শিরোদেশ ভেদ করিতে পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশ হইতে উচ্চতর কোন না কোন প্রদেশ বিদ্ধ করিবেই করিবে। অতএব উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এবং ইহা নিশ্চিত যে, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট না হইলে, কোন না কোন সময়ে আমরা অভীষ্ট স্থলে উপনীত হইতে পারিবই পারিব।

ইতি পরিব্রাজক-সূক্তমালায়াং জননসূক্তং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দান-সূক্ত।

শিষ্য—কিমুদর্কং দানস্য?

অর্থ—দানের উত্তর ফল—অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্য কি?
(উদর্কং ফলমুত্তরম্—ইতি কোষঃ)

গুরু—জীবদুঃখ নিরাকৃতিঃ। ২

অর্থ—জীবের দুঃখ নিবারণ করাই দানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

"নাস্তিদানোপমং ধর্ম্ম্যং কার্য্যমন্যৎ জগত্রয়ে।
দানেনামরতামেতি মরোঽস্মিন্ চলভূতলে॥
মৃতোঽপ্যমৃতবদ্‌দান-বীরো হি স্তূয়তে সদা।
দানোৎসর্গীকৃতপ্রাণো দধীচিস্তন্নিদর্শনং॥
যথাতিচণ্ডবাতেন বেপতে ন হিমাচলঃ।
তদ্বদাপ্রলয়ং দান-বীর-কীর্ত্তির্নকম্পতে॥"

অর্থাৎ ত্রিজগতে দানের তুল্য অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম-মূলক কার্য্য নাই। এই বিনশ্বর পৃথিবীতলে মর জীব, দানের দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। দান-বীর মৃত হইলেও নিরন্তর জীবিত ব্যক্তির ন্যায় সংস্তূত হইয়া থাকেন। পরোপকারোদ্দেশে সমর্পিতজীবন দধীচিই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। হিমাচল যেমন প্রচণ্ডতম বায়ু-বিক্ষোভেও বিন্দু-মাত্র কম্পিত হয়েন না, তদ্রূপ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দান-বীরের বিশ্ববিকাশিনী কীর্ত্তিও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না।

যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে, তত দিন দাতার নাম এবং কীর্ত্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না। এতাদৃশ বিশ্বহিতকর দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ-নিরাকরণ। এই অবনীমণ্ডলে যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহামহিম উদারচেতাগণ কোন প্রকার স্বার্থাভিসন্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া কেবল লোকহিতৈষিণীবুদ্ধি বশতঃ দুঃখীর দুঃখাশ্রু মোচন করিবার জন্য দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই যথার্থ দান-বীর। তাঁহাদের দানই প্রকৃত দান-পদ-বাচ্য। এই মহোচ্চ দানের কথা স্মরণ করিয়াই কালের সাক্ষী কবিবর শ্রীহর্ষদেব বলিয়াছিলেন "মৃষা ন চক্রেঽল্পিতকল্পপাদপঃ প্রণীয় দারিদ্র্য-দরিদ্রতাং নৃপঃ॥" ভূপৃষ্ঠ হইতে জল উত্তোলনপূর্ব্বক, ভূমির উপকারের জন্য মেঘমালা যেমন সেই জলই আবার বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবী হইতে নানা উপায়ে ধনার্জ্জনপূর্ব্বক, দয়ালুগণ পৃথিবীর উপকারের জন্যই আবার সেই ধন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অর্থের যদি কোন প্রকার সদ্ব্যবহার থাকে, তবে তাহা একমাত্র জীবদুঃখ-নাশোদ্দেশে দান বই আর কিছুই নয়। দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ-দূরীকরণ।

শিষ্য—কীদৃশং নতু যশস্যং স্যাৎ?

অর্থ—কিরূপ দান শ্রেষ্ঠ?

গুরু—যদন্তরেণ যঃ ক্লিশ্যেত্তস্মৈ তদ্দানমুত্তমম্। ২

অর্থ—যাহার যাহা ব্যতীত ক্লেশ হয়, তাহাকে তাহা দান করাই উত্তম।

ব্যাখ্যা—যাহার যাহা অভাব, সঙ্গতি থাকিলে, তাহাকে তাহা দেওয়াই উচিত, ইহারই নাম উত্তম দান। যে দেশে পানীয় জলের অভাব, তথায় বাপী-কূপাদি খনন; যেখানে বিদ্যাচর্চ্চার অভাব, তথায় বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা, যথায় ভিষক্ বা ভেষজের অভাব, সেইস্থলে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সমস্তই এই অনুশাসনের অনুমত। কালচক্রের অপ্রতিবিধেয় নিষ্পেষণে যদিও প্রাচীন মঙ্গলকরী রীতি নীতি সমুদয় নিষ্পেষিত হইয়া কোথায় কোন্ অলক্ষ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে স্থানে জল-সত্র, পান্থনিবাস, ও তড়াগাদি-প্রতিষ্ঠার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা একমাত্র এই সংস্কারেরই মুখ্য ফল। প্রতিকূল বাত্যায় প্রায় সমস্তই উড়িয়া গিয়াছে; তথাপি যাহা কিছু অবশিষ্ট দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাক্তন-সংস্কারেরই জীর্ণ প্রকৃতি। নদী শুষ্ক হইলেও, বহুদিন যাবৎ তাহার রেখা বিদ্যমান থাকে। মহামতি আচার্য্য শিষ্যকে বিশ্বজনীন দান-যজ্ঞের ঋত্বিক্‌রূপে পরিণত করিবার জন্য, এতাদৃশ সর্ব্বাভাব-ধ্বংসক দানের শিক্ষা বিধান করিয়া জগতে দানের স্বরূপ এবং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

অনর্থং যদ্দত্তং মহান্। ৯

অর্থ—ফলাভিসন্ধানবিরহিত দানই প্রশস্ত।

ব্যাখ্যা—প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হইয়া যে দান করা যায়, তাহাই প্রশস্ত দান। জীবের দুঃখ-বিনাশ ব্যতীত অন্য

কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী না হইয়া যিনি দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই যথার্থ দান-বীর-পদ-বাচ্য; নতুবা যাঁহারা দানের মুখ্য উদ্দেশ্যে উদাসীন থাকিয়া, ব্যক্তি-বিশেষের সন্তোষ নিমিত্ত বা পদবিশেষের লাভের নিমিত্ত দানচর্য্যা করেন, তাঁহারা প্রকৃত দাতা নহেন, তাঁহারা দাতৃত্ব-কঞ্চুক-ধারী পণ্যব্যবসায়ী সাজিয়া স্বস্ব অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ করিয়া লয়েন,—তাঁহারা দান-বণিক্ মাত্র। দাতৃনামধারী মহাশয়েরা স্বার্থ-পঙ্কে অতি তুচ্ছ ক্রিমি স্বরূপ। তাঁহাদের দানে জগতের কোন উপকার হয় না; বরঞ্চ নিঃস্বার্থ দাতৃবৃন্দের ভিতর সেই কৃত্রিম-প্রথা প্রসারিত হইয়া, জগতের অশেষ এবং বিষম অপকারই সাধন করে। দানের প্রকৃত মূর্ত্তির অন্তর্ধান, এবং কৃত্রিম প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায়, সাত্ত্বিক-দানের সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া যায়। দানের সুমহান্ উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে অতি তুচ্ছতম সঙ্কীর্ণ ভাবে উপনীত হয়।

তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং"॥

১৭। ২০

"দান করা উচিত" এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া নিষ্কামভাবে প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান, এবম্বিধ দানই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত।

"যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥" কিন্তু যাহা প্রত্যুপকার-প্রাপ্তির আশা বা অন্য কোন প্রকার ফলাভিসন্ধান পূর্ব্বক অতিকষ্টের সহিত প্রদত্ত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া অভিহিত হয়। রজোঽভিমানী ব্যক্তিগণই এতাদৃশ রাজসিক দানের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা অপকৃষ্টতর।

"অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।" দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া, সংকার ব্যতীত এবং অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয়, তাহাকে তামস বলে, ইহা অপকৃষ্টতম। এতাদৃশ দানের অনুষ্ঠানে দাতা বিশেষ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন।

কালধর্ম্মানুসারে দানের প্রকৃত সাধু উদ্দেশ্য লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সাত্ত্বিক দানের সংখ্যা বড়ই কম। রাজস দানের অনুপাতানুসারে সাত্ত্বিক দানের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শুধু দান বলিয়া নয়, সময়স্রোতের অপ্রতিহত বেগে ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রায় সমস্তই লোপ পাইতে বসিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য, দান সম্বন্ধে যে মহান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যদি পালন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় জীবজগৎ একটি অপূর্ব্ব শান্তিকাননে পরিণত হয়।

শিষ্য—কো বা দান-পাত্রমুত্তমম্?

অর্থ—সেই দানের উপযুক্ত পাত্র কে?

সূক্ত—স্বকর্ম্মানুশয়মানঃ। ২

অর্থ—নিজের কৃত কর্ম্মের জন্য যে অনুতপ্ত, সে-ই দানের যথার্থ পাত্র।

ব্যাখ্যা—আত্মকৃত অপকার্য্যের জন্য যাহার চিত্ত সতত অনুতাপের অনন্ত বৃশ্চিক-দংশনে কাতর, স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের অপকারিতা ভোগ বা চিন্তা করিয়া, যাহার দেহ, মন, প্রাণ অবসন্ন, তাদৃশ ব্যক্তি যথার্থই দয়ার পাত্র; তাহাকে দান করিলেই প্রকৃত সাত্ত্বিক দানের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"পাপানি ক্ষয়মায়ান্তি পাপিনোঽনুশয়-ক্রমাৎ। ন কঠোরতমঃ কশ্চিৎ দণ্ডোঽস্ত্যনুশয়াদৃতে॥ দণ্ড-ক্লেশভয়াৎ পাপী ন পাপাদ্‌বিরতো ভবেৎ। ন দংশাৎ শাম্যতি ব্যালো দণ্ডিতোঽপি সহস্রধা। কেবলং বিরমেৎ পাপাৎ পাপীয়োঽনুশয়ং গতঃ। তস্মাদনুশয়প্রাপ্তঃ কৃপামর্হতি সর্ব্বতঃ" অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবেই তাহার সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনুতাপ অপেক্ষা কঠোরতম দণ্ড অন্য কিছু নাই। সর্প যেমন সহস্র প্রকারে দণ্ডিত হইলেও দংশন হইতে নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ পাপী ব্যক্তি দণ্ডজনিত ক্লেশ-শঙ্কায় কদাপি পাপ-লিপ্সা পরিহার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রাপ্ত হয়, কেবল-মাত্র সেই পাপীই পাপ-কার্য্য হইতে বিরত হয়। অতএব পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবে সে সকলের নিকটেই কৃপা পাইবার যোগ্য। এই সমুদয় নীতিগর্ভ বাক্যাবলী

পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, স্বকীয় অপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত বিকৃত ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে দানাদি দ্বারা প্রকৃতিস্থ করা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। শুধু পাপী বলিয়া নয়, অপরিণামদর্শিতা বা অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি যে কোন দোষে মানব বিপন্ন হইলে, যদি তাহার স্বকীয় তারল্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, এবং যদি সে দানাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপযাচমান হয়, তবে তাহাকে দান করা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিতে হইবে, সত্য, কিন্তু স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য যদি কেহ অভাবগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি দানের পাত্র নহেন; তবে, যদি তাঁহার স্বকার্য্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, তাহা হইলে তিনি দানের পাত্র, এই সূত্রে তাহাই বলা হইল।

তথা দৈব-বিড়ম্বিতঃ। ২

অর্থ—দৈববিড়ম্বিত ব্যক্তিও দানের উপযুক্ত পাত্র।

ব্যাখ্যা—যে যে কোনভাবে দৈবকর্ত্তৃক নিগৃহীত হউক্ না কেন, সে দানপ্রার্থী হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দান করা বিধেয়। মনে কর, কোন উদারচেতা ব্যক্তি সমাজের বা দেশের মঙ্গলের জন্য, একটি সুদুষ্কর মহত্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, বিধি-বিড়ম্বনে যদি তাহাতে সফলকাম হইতে না পারেন, এবং সেই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত বা অন্য কোন প্রকারে দুরুত্তর বিপৎসাগরে পতিত হইতে হয়, তবে তাদৃশ দৈব-পীড়িত মহাত্মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা সকলেরই

উচিত। যে দেশে এরূপ ক্ষেত্রে সহানুভূতি নাই, সে দেশ কোনদিন উন্নতির ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হইতে পারে না; সে দেশে কোন প্রকার সুমহৎ অনুষ্ঠান আরব্ধ হয় না। তাদৃশ সহানুভূতিবিহীন সমবেদন-শূন্য দেশ, চিরদিনই সঙ্কোচ-জ্ঞানের অন্ধতমসে নিমগ্ন থাকে; কোন কালেও তাহার অভ্যুদয় হয় না। এই প্রকার বিশেষ হইতে সামান্যভাবেও যে দুর্ভাগ্যবশে বিপন্ন হয়, সে সকলেরই করুণার পাত্র। অস্মদ্দেশে প্রায়শই দৃষ্ট হয় যে, দৈববিড়ম্বনে ধান্যাদি শস্য বিনষ্ট হইলে কৃষকগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা কাহারও নিকট তাদৃশ সাহায্য-প্রাপ্ত হয় না; ইহারা নিজের সম্পূর্ণ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কৃষিকার্য্য করিয়াছে, দুরদৃষ্ট-ক্রমে সমস্ত ব্যর্থ হইল, সমাজেরও সাহায্য পাইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। ঝটিকার প্রাবল্যে গৃহাদির বিনাশ হইল, দরিদ্র গৃহী পথের ভিখারী হইয়া পড়িল, এতাদৃশ স্থলে আমাদের দেশে প্রথা এই যে, ধনিগণ এই সময়ে টাকা ধার দিয়া বিপন্নদিগের যথেষ্ট উপকার করিলেন, ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু ফলে দাঁড়ায় এই যে, ইহাতে কৃষকেরা আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে; ঐ ঋণের জন্য ক্রমশঃ বিড়ম্বিত হইয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অগ্নিতে গৃহদাহ হইলে পূর্ব্বে প্রতিবাসিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিত, এখন যদিও স্থানে স্থানে ঐ সাহায্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশই উহা উঠিয়া যাইতেছে। এবম্বিধ

স্থলই দানের প্রকৃত প্রয়োগস্থল। যাহারা উপার্জ্জনক্ষম, যাহারা বলিষ্ঠ, তাহারা কোন প্রকার ভেল ধরিয়া—অর্থাৎ ফকির বা বৈষ্ণব সাজিয়া, লোকালয়ে দানের প্রধান পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত বিড়ম্বিত—চলচ্ছক্তি-রহিত, তাহাদিগকে দান করা হয় না। কতগুলি সমর্থ লোককে সাহায্য করিয়া, জগতে তাদৃশ অপকৃষ্ট-প্রকৃতি লোকের প্রসার বৃদ্ধি করা নিতান্ত গর্হিত। অতএব যাহারা প্রকৃতপক্ষে দৈববিড়ম্বিত, তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র।

নালস্যজীবিনে দেয়ং সামর্থ্যশালিনে কস্মিন্‌। ২

অর্থ—আলস্য-জীবী সামর্থ্যশালী ব্যক্তিকে দান করা নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা—সামর্থ্য সত্ত্বেও অলসতাই যাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাদৃশ অলস, শক্তিমত্তা সত্ত্বেও অশক্তবৎ প্রতীয়মান ব্যক্তিদিগকে কদাচ দান করা উচিত নহে। ঈদৃশ পাত্রে দান করিলে, তাহাতে জীবের দুঃখ-ধ্বংস না হইয়া প্রকারান্তরে দুঃখের প্রসারই বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই সমুদয় অসদ্‌দৃষ্টান্তের অনুকরণ-নিবন্ধন সমাজের মজ্জা—স্বাবলম্বন ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়, পরমুখাপেক্ষী সমাজ চিরদিনের মত অবনত হইয়া পড়ে। যে সমাজে স্বাবলম্বনের প্রাচুর্য্য নাই, আত্ম-নির্ভরের বাহুল্য নাই, সে সমাজের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। স্বাবলম্বনহীন দেশ বা সমাজ কখনও উন্নত হয় না। অতএব এবম্বিধ ক্ষেত্রে কতকগুলি

অলসের প্রশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক দেশ-সংহার করা অপেক্ষা দান-ক্রিয়া হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

न भिक्षाव्यवसायिभ्यः। ४

অর্থ—ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকেও দান করা অনুচিত।

ব্যাখ্যা—শারীরিক শ্রম-লব্ধ জীবিকার্জ্জন অপেক্ষা, যে সমুদয় নির্ঘৃণ পরমুখপ্রত্যাশী ব্যক্তিগণ "ভিক্ষা" এই ব্যবসায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে সুচতুর এবং সুখী মনে করে, স্বোপার্জ্জিত বৃত্তি অপেক্ষা পরার্জ্জিত-প্রার্থনাই যাহারা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করে, তাদৃশ ছল-কঞ্চুক নীচমনাদিগকে দান করা কদাচ বিধেয় নহে। ইহাতে প্রাগুক্ত দোষের প্রসক্তি জন্মে। তবে যাহারা অচল, পঙ্গু বা রোগান্তরে অকর্ম্মণ্য, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কেননা তাহারা ভিক্ষা-ব্যবসায়ী নহে। তাহারা দুর্দ্দৈব কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত, অতএব সেই সকল দৈব-পীড়িতদিগকে দান করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা ২য় সূত্রেই সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

न वातिरिच्य वर्त्तनं। ५

অর্থ—বর্ত্তন শব্দের অর্থ বৃত্তি—অর্থাৎ অবস্থা (আজীবো জীবিকা বার্ত্তা বৃত্তির্বর্ত্তনজীবনে ইতি অমরঃ)। নিজের অবস্থার অতিরিক্ত দান অনুচিত। (৩য় সূত্রস্থ "দেয়ং" এই পদ ৫ম সূত্র পর্য্যন্ত অন্বেতব্য)।

ব্যাখ্যা—বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন—"অসমঞ্জসতামেতি হ্যসমঞ্জসকারকঃ। নিদানং সর্ব্বদুঃখানাং অসমঞ্জসভাবনা"।

অসমঞ্জসকারক—অর্থাৎ পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই যে ব্যক্তি কার্য্য করে, যাহার কর্ম্মে কার্য্য-কারণের সুসঙ্গতি নাই, সে প্রতিপদেই বিশৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত হয়, তাহার যাবতীয় কার্য্যই দুর্ব্যবস্থ হইয়া পড়ে। এই ভূমণ্ডলে অসম্ভাবনাই তাবৎ দুঃখের মূল। সর্ব্বত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে, সর্ব্ব-বিষয়ে তুল্যদৃষ্টি থাকিলে, মানবকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয় না, বা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব দানকর্ত্তাও যদি দানানুষ্ঠানের সময়—স্বীয় অবস্থানুসারে দান করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও পরিণামে অনুশোচিত হইতে হয় না। বিশৃঙ্খলতার বিষময় প্রদাহ তাঁহাকে পরিতাপিত করিতে পারে না। স্বকীয় সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া দান করিলে, সে দানের প্রশংসা করা যায় না। লোকহিতকর সাধু অনুষ্ঠানও অবিমৃশ্যকারিতাদোষে সময় সময় অসৎ-কার্য্যবৎ নিন্দিত হইয়া থাকে। জগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাই মতিমান্ আচার্য্য, শিষ্যকে এযাবৎ দান-ক্রিয়ার অনুপম আদর্শ পরিদর্শিত করিয়া, অধুনা প্রণয়াস্পদ শিষ্যের মঙ্গলা-ভিলাষে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে অনুমতি করিলেন। যে স্থলে অবস্থানুসারে ব্যবস্থার অভাব, তথায় প্রতিনিয়তই শত অনর্থপাত আপতিত হইয়া ঘোর অশান্তির উৎপাদন করে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

"শ্রিয়া দেয়ম্" অর্থাৎ নিজের সম্পদনুসারে দান করা উচিত।

শ্রেয়ং ব্যক্তিগতাদ্ দানাৎ সমাজগতমুত্তমম্ ৬

অর্থ—ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দান সর্ব্বোত্তম।

ব্যাখ্যা—কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দান করিলে তাহাতে তাহারই উপকার হয় মাত্র, তাহাতে জগতের কোন উল্লেখ-যোগ্য উপকার হয় না, কিন্তু সমাজগত দানে একটা হীনা-বস্থ সমাজ উন্নত হইলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, সমাজগত দানে সমাজস্থ তাবৎ ব্যক্তিই উপকৃত হয়েন। দেশের অভ্যুদয়প্রত্যাশী ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেরই স্মরণ করা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক উন্নতি না হইবে, ততদিন দেশের উন্নতি অসম্ভব। সমাজসমষ্টি লইয়াই দেশ। অত-এব দেশের অস্থিমজ্জা স্বরূপ সমাজের সংস্কার ব্যতীত দেশ অভ্যুদিত হইবে কি প্রকারে? প্রতিমাবিহীন পঞ্জর কি পূজিত হইয়া থাকে? যিনি যতই দেশহিতৈষণা হৃদয়ে ধারণ করুন না কেন, কিন্তু যাবৎকাল তাঁহার দৃষ্টি সমাজের ক্ষুদ্রা-দপি ক্ষুদ্র পর্য্যন্তও পরিচালিত না হইবে, তাবৎ তাঁহার পক্ষে দেশোপকার বিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশ-প্রেমের মূলে সমাজা-নুরক্তি চাই, সমাজ-দৃষ্টি-বিরহিত স্বদেশ-প্রেম কল্পনার পুত্ত-লিকাপ্রায়, তাহার বাস্তব কোন প্রতিকৃতি নাই। যে দেশে সমাজগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য নাই, সে দেশের পরিণাম প্রগাঢ় তিমিরাবৃত; ভবিতব্যতার ছুর্নিরীক্ষ্য আলেখ্য প্রতি বিবেক-নয়নে দৃষ্টি করিলে, সেই দেশের অননুভবনীয় পরি-ণতির করাল ছায়া অবলোকন করিয়া শিহরিত হইতে হয়।

তাই প্রাজ্ঞ প্রবীণ পরিব্রাজক, ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দানের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূতলে দেবভাবাপন্ন পরহিত-সর্ব্বস্ব ৺ভূদেব বাবুর প্রবীণ হৃদয়, ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দানের প্রভূত উপকারিতা অনুভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই তিনি চিরজীবন সংযত থাকিয়া পরিশেষে সমাজবিশেষের মঙ্গলোদ্দেশে সর্ব্বস্ব অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সাত্ত্বিক দান-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বিশ্বহিতকর অনুষ্ঠান, অস্মদ্দেশবাসী ধনকুবেরগণের প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। নতুবা এই অধঃপতিত দেশের পুনরুত্থান-আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। সম্প্রতি বোম্বে প্রদেশে মহামতি টাটা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। লাহোরের সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা উইলের দ্বারা দান করিয়াছেন। এই প্রকার দানের দ্বারা সমাজের অনেক ব্যক্তির উপকার হয়; ইহাতে তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এবং পরিণামে তাঁহাদের দ্বারাও অনেকে উপকৃত হইতে পারেন। কোন ব্যক্তিবিশেষকে দান করা অপেক্ষা যে দানের স্থায়িত্ব বংশানুক্রমে বিদ্যমান থাকে, তাদৃশ স্থায়ী দানই শ্রেষ্ঠ, দেশের যাহাতে দারিদ্র্য-ধ্বংস হয়, দেশ যাহাতে ধনী হইতে পারে, সেই প্রকার দানই হিতকর। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় যাহাতে উন্নত হয়, দেশ যাহাতে

দারিদ্র্যশূন্য হয়, অস্মদ্দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান অতি বিরল, সুতরাং ব্যক্তিগত দানের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ এত দরিদ্র, এত নিঃস্ব, এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান থাকাতেই সেই সমুদয় দেশ অত সমুন্নত।

दानादपि शुभां विद्धि दानीय-विरहक्रियाम्। ७

অর্থ—দান অপেক্ষা যাহাতে দানপাত্রের অভাব হয়, তাহা করা আরও উৎকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা—যে দেশে দান-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক; বুঝিতে হইবে, সে দেশ তত দরিদ্র, অতএব দানপ্রার্থীর সংখ্যা-হ্রাস করিতে পারিলেই দেশের প্রকৃত উপকার করা হয়। যাহাতে মানুষের কার্য্যকরী শক্তি বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে মানব, শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা-প্রভাবে আত্মনির্ভর দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান, দানক্রিয়া হইতে শতধা উচ্চস্থানভাগী। ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্প-কৃষি প্রভৃতির বিস্তার, অভিনব উপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার, দীন দুঃখীদিগকে শিক্ষা-প্রদান করিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়া উঠান প্রভৃতি কার্য্য যে কতদূর মঙ্গল-জনক, তাহা ভাষার অতীত। নিঃস্ব দরিদ্রগণ যাহাতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বন করিতে পারে, দেশস্থ তাবতে যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আত্মনির্ভর করিতে সমর্থ হয়, অবাধে স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরিবারপ্রতিপালন করিতে পারে, তাদৃশ অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা সর্ব্বথা স্তুতিযোগ্য।

বিদ্যালয়াদি-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শিক্ষা-বিস্তার করিয়া, বাণিজ্যাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, সকলকে তাহাতে উৎসাহিত করা এবং তাহার স্বাধীন-জীবতা সর্ব্বত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠাতাদিগকে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক এবং যথার্থ দানবীর বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা এবম্প্রকারে দেশের দানীয়—অর্থাৎ দানপাত্রের অভাব সাধন করিতে পারেন, অর্থাৎ এইরূপভাবে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করাইয়া সকলকে স্বাধীনজীবতার মধুময় রস আস্বাদিত করাইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেবতা। তাঁহাদের দ্বারাই জন্মভূমি যথার্থই পুত্রবতী এবং পৃথিবী "বসুন্ধরা" নামের সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েন। অতএব যাহাতে সমাজস্থ তাবতেই শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে সাধারণের উপার্জ্জনের পন্থা প্রসারিত হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠান দানানুষ্ঠান অপেক্ষা সহস্র প্রকারে প্রশংসনীয়।

যে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা যত অধিক, সে দেশে দানের পাত্র তত বেশী। সুতরাং দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলেই দানপাত্রের হ্রাস করা হয়। যে দান গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সে তাহাতে তত সুখী হয় না, কেননা পরাবলম্বন-জ্ঞান তাহার মনকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করে। সুতরাং তাহাকে যদি স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দেওয়া যায়, এবং সেই স্বাবলম্বনের পথ দেখাইতে যদি কিছু দান

করিতে হয়, তবে তাহা করাই শ্রেয়ঃ; ইহাতে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি। মনে করুন, কোন ব্যক্তি উপার্জ্জনের কোন পন্থা জ্ঞাত নহে; সে স্থলে, তাহার প্রাত্যহিক বৃত্তি-প্রদান অপেক্ষা তাহাকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া দিলে আর তাহার দৈনিক বৃত্তি-প্রদানের আবশ্যকতা রহিল না, এবং সে নিজে উপার্জ্জন করিতে পারিলে, পরিণামে তাহার কৃত দানেও অনেকে ঐ প্রকারে উপকৃত হইতে পারে, এবং তাহাহইলেই দাতার সেই পূর্ব্বকৃত দান পল্লবিত হইয়া সহস্র মূর্ত্তিতে সমাজের প্রভূত উপকার করিতে পারে।

ইতি পরিব্রাজক-সূক্তমালায়াং দানসূক্তং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সুখ-সূক্ত।

শিষ্য—কস্মাৎ সুখম্ ?

অর্থ—কি হইতে সুখ হয়? অর্থাৎ এ জগতে এমন কি আছে, যাহা হইতে সুখ-লাভ করা যায়; "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূত্" আমার সুখ হউক্, যেন দুঃখ হয় না, এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী শিষ্যদিগকে, স্ব স্ব গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া দিবার নিমিত্ত আচার্য্য, কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে সুখ হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিতেছেন;—

ভগবতি আত্ম-নিবেদনাৎ। ১

অর্থ—ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিলেই প্রকৃষ্ট সুখের সম্ভাব হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—এই অবনীমণ্ডলে যিনি যতই প্রধান হউন না কেন, যাঁহার যতই সামর্থ্য থাকুক না কেন, কিন্তু সকলকেই এক দিন না এক দিন সেই সর্ব্বসামর্থ্যশালীর চরণে শরণাপন্ন হইতে হয়। যিনি সসাগরা-সদ্বীপা-পৃথিবীর অধিপতি, যাঁহার বাহু-বলে ত্রিজগৎ কম্পায়মান, যাঁহার ঐশ্বর্য্য-গরিমায় ধনেশ্বর পর্য্যন্তও বিড়ম্বিত, তাঁহাকেও এক দিন না এক দিন ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দুর্ব্বিসহ যাতনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হয়। মানুষের অজ্ঞাতসারে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, বীরের বীরত্ব, ধীরের ধীরত্ব,

সকলই শক্তিহীন হইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য স্থানে চলিয়া যায়! শত আর্ত্তনাদ করিলেও এই আজন্ম-পরিচিত মিত্রগণ ফিরিয়াও তাকায় না। তখন জীব অনন্যোপায় হইয়া, ভাবিয়া আকাশ-পাতাল কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সেই পরাংপরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতে থাকে "হে নাথ! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে অনাথশরণ! তুমি যাহা জান, তাহাই কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক্", এবং এই বলিয়াই তাহার বিপন্ন হৃদয়ে আশার আলোকে সুখের উৎস প্রকাশিত করে; ভগবৎ-চরণে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া অশান্তিময় অন্তঃকরণে শান্তি-ধারা প্রবাহিত করিয়া দেয় এবং তদবধিই সুখের প্রকৃত কারণ চিনিয়া লয়। বস্তুতঃ আমরা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সুখের প্রকৃত নিদানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মোহান্ধতা প্রযুক্ত স্ব-স্ব-পুরুষকার-প্রভাবেই যাবতীয় কার্য্য-কলাপ সম্পাদন করিতে অগ্রসর হই; কিন্তু কৈ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ততঃ মনে মনে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিতে না পারি, ততক্ষণ ত কোন কার্য্যেরই সুখোপলব্ধি করিতে পারি না। যখন বুঝিতে পারিতেছি যে, আ'জ কিম্বা কা'ল, এক সময়ে নিশ্চয়ই সেই মঙ্গলময়ের চরণে ভিক্ষা চাহিতে হইবে, নতুবা নিজের সামর্থ্য-বলে, নিজের মাৎসর্য্য-মূলা বুদ্ধির বলে, কিছুই করিতে পারিব না, তখন সময় থাকিতে কেন তাঁহার শান্তিময় সুখপ্রদ পদতলে এ জীবন উৎসর্গ করি না? কিন্তু কেমনই মোহ-বিকলা মতি! ভাবি যাহা,

কার্য্যকালে করি তাহার বিপরীত !! বুঝি না যে, এ জগতে তিনিই একমাত্র সুখ-স্বরূপ, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদনই সুখের একমাত্র নিদান। একবার মনেও করি না যে, ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

"মধ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়"।

জ্ঞানাচ্চ ২

অর্থ—জ্ঞান হইতেও সুখ হইয়া থাকে; অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, তিনিই সুখী। (এ স্থলে "জ্ঞান" শব্দ সামান্য-বাচী)

ব্যাখ্যা—অজ্ঞানই একমাত্র দুঃখের মূল——সুখের অন্তরায়। আমরা যে স্নেহাস্পদের বিয়োগবার্ত্তা স্মরণ করিয়া মৃতপ্রায় হই, জগতের স্তরে স্তরে রুক্ষ শ্মশান-মূর্ত্তির করাল ছায়া দর্শন করিয়া জীবনে হতাশ হই, একমাত্র অজ্ঞানই ইহার মূল। আমরা রোগ-গ্রস্ত হইয়া অহরহঃ মৃত্যুর পাদক্রম উৎপ্রেক্ষা করিয়া যে অনন্ত বিষাদ-রূপ অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছি, একমাত্র শরীর-বিজ্ঞানে জ্ঞানবিরহই এইদুঃখের মূল। যে বিষয়ে যাহার যত জ্ঞানাভাব, সেই বিষয়ই তাহার তত দুঃখের হেতু। একদিকে যেমন অনাত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অধ্যাত্মজগতের অনুপম আনন্দের সম্পূর্ণ অনধিকারী, অতএব অত্যন্ত দুঃখী, পক্ষান্তরে——তেমনই তত্ত্বদর্শী মহানুভব চিরমধুর নন্দন-স্নিগ্ধ মানসোদ্যানের সুপরিমল কুসুম-সৌরভে পরম পরিতৃপ্ত, অতএব অত্যন্ত সুখী। বস্তুতঃ যিনি যে বিষয়ে যত জ্ঞানী, তিনি সেই

বিষয়ে তত সুখী, যিনি যে বিষয়ে যত অজ্ঞ, তিনি সেই বিষয়ে তত দুঃখী, তাই মহাপ্রাণ পরিব্রাজকপাদ বলিতেছেন যে, এই দুঃখ-বহুল সংসাররূপ অন্ধতমসে জ্ঞানই একমাত্র সূর্য্যোদয়-স্বরূপ। শাস্ত্রান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়—"বিত্তিঃ সুখকরী নিত্যং বিত্তির্মালিন্য-হারিণী" অর্থাৎ জ্ঞানই নিত্য সুখদায়ক এবং মলিনতা-সংহারক।

সজ্জন-সঙ্গতিঃ। ৩

অর্থাৎ সজ্জন-সংসর্গ হইতেও সুখলাভ হইতে পারে।

ব্যাখ্যা—শাস্ত্রে আছে "অনাত্ম-পরচিন্তা যে পরোপকরণে রতাঃ। সত্য-প্রিয়া মিতাচারাঃ সজ্জনাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" যাঁহাদের আত্মপর-ভেদ নাই, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে যাঁহারা সমদর্শী, যাঁহারা অবিরত পরহিতব্রতী এবং অতিশয় সত্য-প্রিয় ও পরিমিতাচারী অর্থাৎ শাস্ত্রবিগর্হিত আচারের অপক্ষ-পাতী, তাঁহারাই সজ্জন-পদ-বাচ্য। এতাদৃশ সজ্জন-সঙ্গতিই সুখের অবিতথ হেতু। এই সংসাররূপ উত্তরঙ্গ দুঃখজলধির মধ্যে সাধুসঙ্গই একমাত্র তরণী; তাই ভগবান্ শঙ্কর বলি-য়াছেন "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা"।

যম-নিয়মাভ্যাস। ৪

অর্থ—যম এবং নিয়ম হইতেও সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, ঈশ্বরপ্রণিধান, সত্য, ঋজুতা, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য প্রভৃতির নাম 'যম' এবং

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ভাগবতী চিন্তা প্রভৃতির নাম 'নিয়ম'। এতাদৃশ শারীরিক এবং মানসিক নিয়ম-পরতা হইতে সুখ-সম্ভাব অবশ্যম্ভাবী। যম ও নিয়ম-প্রভাবেই মানব ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তিরূপ অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। যম ও নিয়ম—প্রভাবেই জীব, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। যথা যম-শর্ম্মিলোপাখ্যানে যম উবাচ—

যমো যম ইতি শ্রুত্বা বৃথা হ্যুদ্বিজতে জনঃ।
আত্মা চ যমিতো যেঁন ন তস্যৈব যমঃ স্মৃতঃ॥
আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দানমার্জ্জবম্।
ধ্যানং প্রসাদো মাধুর্য্যং সন্তোষাশ্চ যমা দশ॥
যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব যঃ করোত্যাত্মসংযমম্।
সচাদৃষ্ট্বাতু মাং যাতি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

যম বলিয়াছেন—লোক 'যম—যম' এই কথা শুনিয়াই বৃথা মৃত্যুভয়ে কাতর ও উদ্বিগ্ন হয়, নতুবা যে নিজের আত্মাকে যমিত—অর্থাৎ সুসংযত করিতে পারিয়াছে, তাহার আর যমে কিছু করিতে পারে না। অনৃশংসতা, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, সরলতা, ঈশ্বর-প্রণিধান, চিত্তের-প্রসন্নতা, মধুরতা ও সন্তোষ, এই দশবিধ যম এবং প্রাগুক্ত নিয়ম দ্বারা যে আত্মসংযম করিতে পারে, সে আমাকে (মৃত্যুকে) না দেখিয়া—অর্থাৎ আমার কবলিত না হইয়া, সনাতন ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

गुरुशुश्रूषायाञ्च । ५

অর্থ—গুরুজনের শুশ্রূষা হইতেও সুখ-লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—মাতা, পিতা, পিতৃব্য, অগ্রজ, শিক্ষক, উপদেশক, দীক্ষাদায়ক প্রভৃতি পূজনীয়গণ—এবং যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি যে কোন অংশে গুণাধিক—অতএব বরীয়ান্, তাঁহাদিগের সেবায়ও সুখাবির্ভাব হইতে পারে। যাঁহারা আত্মার শ্রেয়ঃ কামনা করেন, গুরুশুশ্রূষা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য—কেন না—"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।" পূজনীয়ের পূজার ত্রুটি হইলে, শ্রেয় ব্যাহত হয়। অতএব গুণবান্ মাত্রেরই সমুচিত সমাদর ও অর্চ্চনা করা বিধেয়, কেন না—গুণীগণ তাঁহাদিগের গুণ-গরিমাবলে—গুরুতুল্য পূজার্হ। কাজেকাজেই "গুণাঃ পূজা-স্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।" (গুণই পূজার স্থল, নতুবা গুণীর জাতি-কুল-গৌরব বা বয়ঃক্রম পূজার্হ নয়) এবং "স্ত্রী-পুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাং" (স্ত্রী-পুরুষ বিচার না করিয়া—অবিচার্য্য-ভাবে সজ্জনের সাধুব্যবহার পূজা করা উচিত) ইহা মনে করিয়া—প্রাগুক্ত গুরুগণ এবং গুণাধিক গুরুস্থানীয়গণের পূজা করিলে, তাহা হইতে সুখ-আবির্ভাব অনিবার্য্য।

पोष्यप्रतिपालनाच्च । ६

অর্থ—পোষ্যবর্গের প্রতিপালন হইতেও সুখ উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—নিজের সুখে নিস্পৃহ ও নিজের দুঃখে সহিষ্ণু হইয়া যদি মুখাপেক্ষী পরিবার-বৃন্দের ভরণ-পোষণ করা

যায়, তবে তাহাহইতেও বিমল সুখের সঞ্চার হয়। নিজে না খাইয়া, নিজে না প'রিয়া, যে সমুদয় মহাত্মবৃন্দ অবিরক্ত-ভাবে নিজ মুখাপেক্ষী পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পাদন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহেন, সেই সকল উদার-মনা নেতৃবর্গই জানেন যে, পোষ্য-পালন-সম্ভূত সুখ কি অপার্থিব! কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অনাসক্তভাবে যে সকল ধর্ম্মভীরু মনীষিগণ, অধীন জন-সমূহের অভাব দূরীকরণে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁহারাই জানেন যে, দশজনের অভাব-নিরাসে বা দশজনের প্রার্থনা-পূরণে কি অনৈসর্গিক আনন্দ!

পরোপকরণাৎ। ৩

অর্থ—পরের উপকার সুখপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—শত্রু, মিত্র, প্রিয়, অপ্রিয়, দ্বেষ্য-সম্মত বিচার না করিয়া, যে সমুদয় দেবভাবাপন্ন মনীষিগণ পরের উপকারে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাঁহারাই সেই পরোপকার-জনিত দিব্য সুখের একমাত্র অধিকারী। যেমন পরের উপকার হইতে নির্ম্মল সুখের সম্ভাব হয়, পরের অপকার হইতেও তেমনি দুঃসহ দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব বাক্যদ্বারা, মনের দ্বারা বা কার্য্যের দ্বারা যিনি যে ভাবে যতটুকু পারেন, পরের অপকার হইতে বিরত হইয়া, পরোপকারে চিত্ত নিহিত করুন, ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। উপকারের পরিমাণ নাই, সামান্য উপকারও উপকার, মহান্ উপকারও উপকার, উভয়ই দুঃস্থের সুখবিধায়ক।

তুমি যাহা করিতেছ, তাহা তোমার নিকট সামান্য বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু যে বিপন্ন, যে কাতরনয়নে তোমার উপকার প্রার্থনা করিতেছে, তাহার নিকট ইহা অতি মহান্—অপ্রতিম, অতএব উপকারের অল্পানল্পত্ব বিবেচনা না করিয়া, কায়মনোবাক্যে পরের উপকার করাই একমাত্র ধর্ম্ম—এবং এই ধর্ম্মই দুস্তর দুঃখ-জলধির একমাত্র ত্রাণকারক সুদৃঢ় অর্ণবযান; তাই প্রাক্তন-সুধীগণ বলিয়াছেন—

পরিনির্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেব হি,
নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাৎ অঘং পরম্।

নিখিল বাগ্‌জাল নির্মথন পূর্ব্বক ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, উপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, আর অপকার অপেক্ষাও উৎকট পাপ নাই, অতএব ধর্ম্মামৃত-সিক্ত নির্ম্মল সুখের একমাত্র নিদানই পরোপকার।

দানাম্ব। ৮

অর্থ—দান হইতেও সুখাবির্ভাব হয়।

ব্যাখ্যা—এ স্থলে "দান" শব্দের অর্থ কেবল ধন বা অন্ন-বস্ত্রাদি-দান নহে, অর্থাৎ এস্থলে দান শব্দ বিশেষ-বাচী নহে, দান-সামান্যবাচী। যাহার যে বিষয়ে অভাব লক্ষিত হইবে, তাহার সেই অভাব-পরিপূরণেরই অন্যতম আখ্যা দান। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ধান্য, শিক্ষা, দীক্ষা, ঔষধ, জল, এ সমস্তই এই দা-ধাতুর কর্ম্মীভূত;—অর্থাৎ মূর্খকে বিদ্যা, নির্ব্বুদ্ধিকে বুদ্ধি, দরিদ্রকে ধন, রুগ্নকে ঔষধ, তৃষ্ণার্ত্তকে

জল, অদীক্ষিতকে দীক্ষা ও অশিক্ষিতকে শিক্ষা, এই সমস্তই পূর্ব্ব-কথিত "দান" শব্দের প্রক্রান্ত অভিধেয়।

এতাদৃশ বিশ্বতোমুখ "দান" হইতে বিমল সুখের সমাগম হইয়া থাকে। অধুনা যদিও প্রতিকূল বাত্যায় সুগঠিত স্বর্ণপ্রভ আর্য্যসমাজ বিকলাঙ্গ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এক্ষণপর্য্যন্তও ভারতের নানা স্থানে যে ধর্ম্ম-শালা, অতিথি-শালা, দাতব্য-চিকিৎসালয়, জলসত্র প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা শুধু এই সমুদয় আর্য্য-ঋষি-গণেরই উপদেশের কর্ম্মপরিণতি। স্থল-বিশেষে ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, শতাশ্বমেধ হইতেও বরীয়ান্, এই মহোপদেশ-গীতি একদিন ভারত-বাসিগণের প্রতিকণ্ঠে ধ্বনিত হইত, তাই এখনও নিমগ্নপ্রায় ভারতীয়গণ (সম্যক্ ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে না হইলেও) সেই পূর্ব্ব-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের মুখের গ্রাস অকাতরে পর-করে সমর্পণ করিয়া থাকেন। সঙ্কল্পরহিত হইয়া অভাব-গ্রস্তের অভাবপূরণে অগ্রসর মহামনা দয়ার্দ্রগণই এই বর্ণিত দানজনিত অলৌকিক সুখের সন্দর্শন পাইয়া থাকেন।

অনুকম্পনাচ্চ। ৫

অর্থ—অনুকম্পা—(দয়া) হইতেও সুখ-সমাগম হয়।

ব্যাখ্যা—মঙ্গলময় পরমেশ্বর করুণা করিয়া মানব-হৃদয়ে যে সকল সদ্বৃত্তি প্রদান করিয়া পশুজাতি হইতে মানব-মণ্ডলীকে উৎকৃষ্টতর করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে দয়াই একমাত্র গরীয়সী। একমাত্র স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সুধাকর ব্যতীত

যেমন সহস্র সহস্র নক্ষত্র বা জ্যোতিরিঙ্গণে উর্ব্বীতল আলোকিত করিতে পারে না, তদ্রূপ একমাত্র কোমল-কলেবরা স্নিগ্ধ-প্রসাদা দয়া ব্যতীত অন্যান্য শত শত সদ্বৃত্তি থাকিলেও তদ্দ্বারা মানব-হৃদয় পেলবতা বা কমনীয়তা অবলম্বন করিতে পারে না। দয়াময়ের দয়ার রাজ্যে বাস করিয়া যাহারা দয়াশূন্য, তাহাদিগকে যে কি আখ্যায় আখ্যাত করিতে হয়, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। ফলতঃ মনস্বিবৃন্দের এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গবেষণার ফলে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মানবগণের হৃদয়-নিহিত সদ্বৃত্তিরূপ নন্দনকাননে দয়াই একমাত্র পারিজাতকলা। দয়াচ্ছলেই সুবিমল সুখ-সন্ততি এই সংসার-দাবদগ্ধ মানব-হৃদয়ে শান্তির বিধান করিয়া থাকে। এই দুঃখবহুল সংসার-শাহারায় দয়াই একমাত্র ললিত-লহরী-ময়ী আনন্দ-তরঙ্গিণী।

অহিংসায়াশ্চ। ১০

অর্থ—অহিংসা হইতেও সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—দ্বেষ, পরানিষ্ট-চিন্তা প্রভৃতি পরোপতাপক সমস্তই এই হিংসার অন্তর্ভূত। অতএব সে সমুদয়ের অনুষ্ঠানেই দুঃখ এবং তদিতরেই সুখ। ব্যবহারেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পরশ্রী-কাতরতা, পরনির্য্যাতন-বশবর্ত্তিতা প্রভৃতিতে অন্যের কোন ক্ষতি হউক্ বা না হউক্, নিজের ক্ষতি, নিজের অশান্তি, নিজের দুঃখ অনিবার্য্য, তাই আচার্য্য হিংসা-বিরহকেই সুখ-শান্তির অন্যতম হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অন্বয়ানু। ২২

অর্থ—সত্যও সুখ-লাভের অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—যাহা সত্য, তাহাতেই সুখ; যাহা অসত্য, তাহাতেই দুঃখ; সুখ এবং দুঃখের যথাক্রমে সত্য, এবং অসত্য, এই নামান্তর কল্পনা করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না। যাহাতে—যে ক্রিয়াতে কোন প্রকারে অসত্যের লেশ লুক্কায়িত আছে, তাহা আপাততঃ সহস্র প্রকারে হিতকরী ও মনোরমা বলিয়া বিবেচিত হইলেও, নয়নরঞ্জিনী প্রাণঘাতিনী ফণিনীর মণির ন্যায় পরিহর্ত্তব্যা এবং অপবিত্রা শ্মশান-লতিকার ন্যায় অস্পৃশ্যা ও অনাচরণীয়া। যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই সত্য, সুতরাং তাদৃশ সত্য-সম্ভূত সুখও চিরস্থায়ী, ইহজন্মে ও জন্মান্তেরও ভোগ্য। পক্ষান্তরে, যাহা অসত্য, তাহা চিরদিনই অসত্য; তুমি যতই রূপান্তর কর না কেন, তাহার স্বরূপের কিছুতেই ব্যত্যয় হইবে না। অতএব তাদৃশ অসত্য-সঞ্জাত সুখও ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর। জল-বুদ্বুদেরও স্থায়িত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, তবুও সেই মিথ্যোদ্ভূত সুখের স্থিরতা কামনা করা যায় না, অতএব এই সত্যস্বরূপের সত্য-মূল সাম্রাজ্যে যাঁহারা চিরতরে সুখের সাগরে নিমগ্ন হইতে চাহেন, তাঁহারা নিরলস ভাবে সত্যের সেবা করুন। নয়নে—মনে—বাক্যে সত্য-প্রিয়তা স্থাপিত করুন। সত্যেরই নামান্তর ধর্ম্ম,—তাই ব্যাস বলিয়াছেন,—"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ"।

প্রিয়াৎ। ১২

অর্থ—প্রিয়ব্যবহার হইতেও সুখোৎপাদন হয়।

ব্যাখ্যা—যাহা লোকের বা সমাজের অনমুতাপনীয়, অমু-দ্বেজক, তাহাই প্রিয়, যাহার মূলে মিথ্যার পূতি-গন্ধময় পঙ্কিলপ্রবাহ নাই, যাহা নিরন্তর সত্যের প্রভায় প্রভান্বিত, তাহাই প্রিয়। তাদৃশ প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই সুখের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রিয়-ব্যবহার করাই সুখলিপ্সুর একান্ত কর্ত্তব্য। লোকে যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, সমাজে যাহাতে বিদ্রোহ উপ-স্থিত না হয়, ধর্ম্মে যাহাতে আঘাত না লাগে, তাদৃশ সত্য-মূলক প্রিয়-কর্ম্ম-যজ্ঞের প্রারম্ভ হইতেই সুখের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

আর্জ্জবাৎ। ১৩

অর্থ—আর্জ্জব (সরলতা) হইতেও সুখের উৎপত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—মর্ত্ত্যে অমর-প্রকৃতি বালকবৃন্দের চিত্তমুকুরে যত দিন পর্য্যন্ত সারল্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, তত দিন পর্য্যন্তই লোকে মুগ্ধ হইয়া কীটপূর্ণ কুসুমস্তবক উপেক্ষা পূর্ব্বক সেই কুসুম-নিন্দিত শিশুকে বুকের উপর তুলিয়া লয় এবং সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তির সুধাময় স্পর্শে কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত-রসে মোহিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ তাহার মন্দার-নিন্দিত বদন চুম্বন করিয়া অতৃপ্ত-বাসনা-বহ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করে। বালকের এত

আদরের—এত সোহাগের কারণ শুধু সরলতা। যে মুহূর্ত্ত হইতে শিশুর শিশুত্ব দূরীভূত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সারল্যও অন্তর্হিত হইতে থাকে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার আদর, সোহাগ, সকলই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়। এই সমস্ত আদর অনাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির একমাত্র হেতু সারল্য। জগতে যিনি সরল, জগৎ তাঁহার আপনার। জগতে সরলতার ন্যায় উত্তুঙ্গ-সুখ-সদন-প্রবেশের সোপান আর দ্বিতীয় নাই। এ জগতে যাহারা সরলতাশূন্য, তাহারা জ্ঞানীজনের করুণার পাত্র। তাহাদের মলিন মুখটি নিরীক্ষণ করিলে মহতের মহান্ হৃদয় কাতর হইয়া উঠে। এক্ষণ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি—এই নশ্বর ধরাতলে দু'দিনের জন্য আসিয়া, বিনশ্বর দেহ ধারণ করিয়া, যাঁহারা—যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহনীয়চরিত্র মনস্বিগণ সারল্যের সত্ত্বিকীশক্তি-সহায়তায় দশ জনের প্রিয়পাত্র, দশ জনের শ্রদ্ধার পাত্র, দশ জনের সহানুভূতির পাত্র হইতে পারেন, তাঁহারা কত সুখী! তাঁহাদের অন্তঃকরণ কি অপূর্ব্ব আনন্দরসে নিয়ত অমৃতায়মান! শত অর্থ প্রয়োগে—শত বল-প্রয়োগে যে কার্য্য সাধন করা যায় না, একমাত্র সারল্য-সম্বলে সে কার্য্য অতি সুসাধ্য—তৃণোত্তোলনবৎ লঘুক্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়। তাই পরিব্রাজক বলিয়াছেন—সরলতা সুখের নিদান।

অনাময়াৎ। ২৪

অর্থ—রোগ-শূন্যতাও সুখের অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—মনের সহিত শরীরের যত নিকট সম্বন্ধ, আর কাহারও সহিত তত নহে। আমার অজ্ঞাতসারে পৃষ্ঠের উপর যদি একটি মশক পতিত হয়, আমি তৎক্ষণাৎই অপ্রবুদ্ধভাবে সে দিকে হস্ত-চালনা করিব। শরীর এবং মনের নৈকট্যই এই পরিচালন-ক্রিয়ার মুখ্য হেতু; এতাদৃশ মনঃসাপেক্ষ শরীরে যদি রোগ থাকে,—রোগ-জনিত যাতনা থাকে, তবে আর সুখের আশা কোথায়? সেই জন্য উক্ত হইয়াছে যে,—মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে হইলে, যাহাতে রোগ বা অন্য কোন প্রকার শরীর-বিকার না জন্মে, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া নিরতিশয় কর্ত্তব্য, একজন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-জন যত কিছু বল,
শরীর নীরোগ হ'লে সকলি সফল।
নতুবা যাহার দেহ রোগে জর জর,
জগতে কিছুই তার নহে রুচিকর।

কর্ত্তব্য-শীলত্বাৎ। ২৫

অর্থ—কর্ত্তব্যশীলতাও সুখ-লাভের অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য—অর্থাৎ বিধেয়, তিনি যদি সেই বিষয়েই মনোভিনিবেশ করেন, তবে তাহা হইতেই তাঁহার সুখাবির্ভাব হইতে পারে। শিক্ষকের কর্ত্তব্য অধ্যাপনা, তিনি যদি তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়েন, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য রোগ-নির্ণয় পুরঃসর সুচিকিৎসা; তিনি যদি তাহাতেই অভিনিবিষ্ট

হয়েন, ব্যবহারাজীবের কর্ত্তব্য সুবিচার—অপক্ষপাতিত্ব, তিনি যদি তাহাতেই যত্নপর হয়েন, অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ের দায়িত্ব অনন্য-সাপেক্ষভাবে নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি সেই স্বগৃহীত গুরুভারের প্রতি সযত্ন-দৃষ্টি স্থাপিত করেন, তবে তাহা হইতেই তাঁহার পরম সুখ-লাভ হইতে পারে। এই কর্ম্মভূমিতে যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি যদি প্রসন্ন মনে তাহারই অনুশীলনে যত্নপর হয়েন, তবে এই সিন্ধকোর-সন্তপ্ত সংসার মরু কি সুখের স্থানেই পরিণত হয়! এই সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণ যত অভিনয়ই করুন না কেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনের ভিতর ধর্ম্মবুদ্ধি-মূলা কর্ত্তব্যশীলতারূপিণী অভিনয়-রসরাজি উদ্বুদ্ধা থাকে, ততক্ষণই সেই অভিনয়, দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়; পরন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে মানস সেই রসহীন হইয়া পড়ে, সেই মুহূর্ত্তেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহা দর্শক ও শ্রাবকবৃন্দের অরুচিকর হইয়া উঠে। ফলতঃ—কর্ত্তব্য-শীলতা যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, তিনি মানব হইলেও দেবতা। পক্ষান্তরে, যাঁহার হৃদয় কর্ত্তব্যের কঠোর রজ্জুতে অনাবদ্ধ, অতএব সর্ব্বকার্য্যেই বিশৃঙ্খল, তিনি মানুষ হইলেও পশু-পদবাচ্য এবং ইহ পরত্র উভয় স্থলেই প্রত্যবায়ভাগী। কর্ত্তব্যশীলতার অন্য একটি গুণ এই যে, অধ্যবসায় ইহার সহচর। অধ্যবসায়ের ন্যায় অসাধ্য-সাধন-সমর্থ অন্য কোন শক্তি জগতে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই আর্য্য-ভূমি যে এক দিন জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা শুধু ঐ শক্তির প্রভাবে। আবার এক্ষণে যে এতাদৃশ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও ঐ ঐশী শক্তিরই অভাবে। অতএব অধ্যবসায়-মূলা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা হইতে সুখলাভ এবং উন্নতি-লাভ যত সহজ ও সুসাধ্য, অন্য কোন প্রকারেই তত সহজ বা সুসাধ্য নহে।

অনাসক্তিশ্চ। ২৬

অর্থ—অনাসক্তিও সুখের অন্যতম হেতু।

ব্যাখ্যা—এই সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ববহুল বিনাশময় সংসার-ক্ষেত্রে যিনি যত আসক্ত, তিনি তত দুঃখী; যাঁহার আসক্তির সীমা যত দূর বিস্তৃত, তাঁহার দুঃখও তত দূরব্যাপী। অধিক কি, এক কথায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসক্তিই দুঃখের জননী। দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ান্তরের অন্বেষণ অপেক্ষা তৎপ্রসূতির তিরোধান-সাধনই যুক্তিযুক্ত। ফলতঃ এই কর্ম্মভূমি সংসারে দুঃখ-পরিহারের একমাত্র উপায় অনাসক্তি। "আমি গৃহী, আমার কর্ত্তব্য—গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পরিপালন; আমি সন্ন্যাসী, আমার কর্ত্তব্য—সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অনুশীলন"—এই প্রকার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে সমুদায় লোকোত্তর মহাত্মবৃন্দ অনাসক্তভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধন-প্রতি জীবন উৎসর্গ করিতে পারগ হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ সুখী। দুঃখাকৃতি আশা-ভুজঙ্গিনীর অরুন্তুদ দংশনে তাঁহাদের স্বর্গোপম মানসতীর্থ জর জর হয় না। তাঁহাদের সুরম্য সুস্নিগ্ধ হৃদয়-কাননে অশান্তিময়

নিদাঘ-বায়ু প্রবাহিত হয় না। যাঁহারা—যে সমুদয় ঋষিকল্প মহানুভবেরা কর্ত্তব্য কার্য্যে নিজের কারকতা না রাখিয়া, প্রযোজ্য-ভাবে—নিজের আধিপত্য না রাখিয়া ভৃত্যভাবে—কর্ত্তব্যের দাসভাবে এই কঙ্করময় বন্ধুরতাপূর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই অক্ষত-চরণে নির্ম্মল-সুখ-সংবেদন পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চরমে অমরতা প্রাপ্ত হয়েন। বস্তুতঃ কর্ম্মফলে আসক্তিমান্ না হইয়া, যাঁহারা উদাসীনভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখের অধিকারী। আমরা যে প্রতিনিয়ত নানা প্রকার দুঃখ-বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিভীষণ চিত্র দেখিয়া ভীত হইতেছি, একমাত্র আসক্তিই ইহার কারণ। সেই জন্য প্রাচীন মহাত্মাদিগের সুখোপভোগিতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

"অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ" তাই বলিতেছিলাম—যাঁহারা কর্ম্মফল-নিরপেক্ষ হইয়া নিজেকে ঈশ্বর-প্রেরিত "কর্ম্মকর" মাত্র মনে করিয়া, ভৃত্যের ন্যায় সমস্ত করণীর কার্য্যের ফলাফল তাঁহার চরণে সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। যাঁহারা আত্মাভিমানরূপ দুর্দ্দম রিপুর সংহার সাধন করিয়া "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া ভগবচ্চরণ-সেবকরূপে যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই চরিতার্থ-চিত্ত সফল-জীবন দেবতা। যাঁহারা নিজের নিজত্ব—নিজের

প্রভুত্ব সেই বিশ্বপ্রভুর চরণ-কমলে অঞ্জলি দিয়া জীবনকে কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী—প্রকৃত "মানব" পদবাচ্য ; মর্ত্ত হইয়াও তাঁহারা স্বর্গ-সুখভোগী।

সংবেদনাৎ সম্প্রসারণাচ্চাত্মনঃ । ২৭

অর্থ—আত্ম-সংবেদন এবং আত্মসংপ্রসারণও সুখ-প্রাপ্তির অন্যতম হেতু।

ব্যাখ্যা—আত্মজ্ঞান এবং আত্মপ্রসাদ—অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মার বিস্তার (সকলকে নিজের মত দেখা) ব্যতীত স্থায়ী সুখ—বিমল আনন্দ-লাভের আশা আকাশ-কুসুমবৎ অসম্ভ-বনীয়। যিনি আত্মাকে যত আত্ম-চিন্তাপর—আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং পরসাপেক্ষ—পরসুখ-দুঃখ-সমবেদন করিতে পারিবেন, তাঁহার সুখের সীমা, ঐ আত্ম-চিন্তা, আত্মজ্ঞান এবং আত্ম-বিবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশঃ তত পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু বিষয়ে সসীমস্পৃহ হইয়া, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষে সসীমস্নেহ হইয়া, নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রেত বিষয়ে সমর্পিত-প্রাণ হইয়া বা নির্দ্দিষ্ট প্রিয়-জন-বিশেষে তন্ময়চিত্ত হইয়া, হৃদয়ের কমনীয়—বিশ্বতোমুখী স্নেহ—দয়া—মমতা প্রভৃতি প্রবৃত্তি-রাজিকে সংশোধিত করিয়া রাখেন, তাঁহারা আপাততঃ বাঞ্ছিতের সদ্ভাব-জনিত অতুল আনন্দ উপভোগ করেন বটে, কিন্তু তদভাবে অসহ্য যাতনানলে দগ্ধীভূত হয়েন। পক্ষান্তরে— যাঁহারা কোন ব্যক্তি-বিশেষে বা দ্রব্য-বিশেষে স্নেহপ্রবণ না হইয়া—জগতের সমগ্র জাতিকে—অথবা আপাততঃ ততদূর

না হউক্—জাতি-বিশেষকে নিজের স্নেহধারায় অভিষিক্ত করেন; তাঁহারা ঐ পূর্ব্ববর্ণিত সসীম-প্রাণ ব্যক্তি-সমূহের ন্যায় একটী প্রিয়ের বিয়োগে তত বিধুরতা প্রাপ্ত হয়েন না বা অবসন্ন হইয়া পড়েন না। ফলতঃ জগতের হিতসাধনই—জগতের পরতে পরতে আত্ম-প্রসার-দর্শনই আত্ম-সুখ লাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই সর্ব্বভূতে আত্ম-দৃষ্টিরই নামান্তর "আমিত্বের প্রসার"। যিনি সমদর্শী নহেন, তাঁহার দুঃখের অবধি নাই, তিনি পদেপদে বিষণ্ণ—বিকল হইয়া পড়েন। আবার যিনি সর্ব্বভূতে তুল্যদৃষ্টি, আত্মপর-ভেদ-রহিত, তাঁহার সুখের ইয়ত্তা নাই। তিনি নিয়ত অতুল আনন্দে আনন্দবান্। কোন একনেত্র ব্যক্তির—যে চক্ষুটি বিদ্যমান আছে, সেটি গেলে যত দুঃখের বিষয় হয়, দ্বিনেত্র-ব্যক্তির একটি চক্ষু বিনষ্ট হইলে তত দুঃখের বিষয় হয় না। এসম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। "আমিত্বের প্রসার" গ্রন্থে ইহার প্রতিপাদ্য বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আত্ম-সংবেদন—অধ্যাত্ম-জ্ঞান এবং আত্ম-সংপ্রসারণ—আমিত্বের প্রসার, এতদুভয়ই যে সুখ-সংবেদনে কতদূর প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা মনস্বীমহোদয়গণের সহজেই অনুমিত হইবে।

ইতি পারিব্রাজক-সূক্তমালায়াং সুখ-সূক্তং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।